

PRINTED BY GOPAL CHANDRA DEY.  
At the New Sanskrit Press, 14, Duff Street,  
*CALCUTTA.*

## উৎসর্গ।



মোদর প্রতিম শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র চন্দ্র মিত্র

এম. এ., বি. এল.

সাধুর বাগানে, সাধে, পশিরা পুলকে.

তুলিয়া ফেলেছি এ যে বনকুল, হার!

করে দিব তোমা বিনা, কে লইবে আর

কে দেখিবে পরিমল, আছে কি না তার!

\* \* \*

১লা বৈশাখ ১২৮৮।



# আরণ্য প্রসূন ।

অবতরণিকা ।

সুনীল অম্বর তলে শরতের শশী  
বিশদ রজত রঙ্গ ফলাইয়া মুখে  
ভাসিল—হেরিল লক্ষ বোজন অন্তরে  
মুদিত আনন হুখে কুমুদিনী প্রিয়া—  
পড়িল খসিয়া আসি সরসী-সলিলে ।  
ধীরে ধীরে সরাইয়া মুখ-আবরণ,  
চুম্বিল অম্বর তার বিপুল সোহাগে !  
সিহরি আবেশে তাহে বিধু-বিনোদিনী  
চাহিল শশাঙ্ক পানে,—গাঢ় আলিঙ্গনে  
পড়িল—সোহাগী বধা—পতির উরসে  
কহিতে মরম কথা প্রাণে প্রাণে যেন ।

হার সে সুন্দর নিশি ! গভীর নিলীখে  
প্রশান্ত প্রকৃতি ধরি অপক্লম রূপ—  
অগাধে নিদ্রিত জীব, স্থির পঞ্চভূত  
অবুপ্তি মগন বৈশ—জাগি মাত্র তুমি,  
বীণাপাণি ! বীণা হস্তে বসিলে, আসিয়া

সেই সরসীর তীরে, পরশিলা তন্ত্রী,  
 বাজাইলা বীণা, মরি, মোহনে পূরিয়া ;  
 জাগাইলা তাহে গো-মা—প্রিয় পুত্র 'হেনে' ।

হার ! ইচ্ছা হয় লভি চরণ-প্রসাদ  
 তব, মাতঃ—হস্তা দিই সেই গরোবর-  
 কূলে অহরহ ভুলি চিস্তা বৈবরিক,  
 শুনি বীণা—মতি তাহে ; ইহ জীবনের  
 পুত স্বার্থকতা লভি ইহ জনমেই ।

জানি আমি, বরাতলে—সরসী, স্বর্ণা,  
 কুম্ভকানন, ক্ষেত্র, প্রবাহিনী তট,  
 মরু গিরি—নভঃ—শোভে পদযুগ তব,—  
 কিন্তু চিরাসন তব মানব-হৃদয় !—

স্নিগ্ধ-প্রভ নিশাপতি, অমাকাশে তারা,  
 সুনীল নীরদ কোলে চপলা স্নন্দরী,  
 বিকসিত ফুল, হাসি রমণী অধরে,  
 সুরভি-হিল্লোল, আর পতঙ্গী কূজন,—  
 কবির অন্তরে সদা সুধা-প্রস্রবণ !  
 সেই সুধা উৎলিয়া বহে অবিরাম  
 পরশি সে চিরাসন, অক্লুরিত তাহে  
 মরম লভিকা, তাহে কোটে কত ফুল—  
 কোমল মরম স্নতে গাঁথি তার হার  
 উৎসাহে তব পদে কবিতা-লহরী ।

বড় সাধ গাঁথি মালা অর্পি ও চরণে !  
 হৃদয় পাষণ মম, কিন্তু গো জননী ;  
 সুখার প্রবাহ তাহে বহে সত্য, কিন্তু  
 কভু নাহি দেখি হৃদি ভিত্তিতে তাহার  
 অক্লুরিতে লতা, কিংবা নিকসিতে ফুল !  
 কি দিয়া গাঁথিব মালা সূত্র ধরা সার !  
 নাহি সে প্রণয়—তাহে নাহি সে বিচ্ছেদ,  
 না জানি যতন—তাই নাহিক যাতনা,  
 কই বা সে আশা উচ্চ, কই সে নৈরাশ,  
 না হেরি সে নারী মুখ—কবিতার খনি,  
 নাহি ঘাৎ প্রতিঘাত কঠিন মরমে,  
 বিঁধে নাই অগ্নিশেল—প্রেমে প্রবঞ্চনা,  
 নাহি চিতা চিতে মম ঝলসিতে হৃদি—  
 ঝটিকা সঙ্গম বিনা—কুজ পরবাহ  
 শোভে কি কখন গো মা উর্মিমাল্য পরি !  
 এ ছার হৃদয় যেন অনুভূতি হীন !  
 কি শোভা পড়িয়া তার প্রকৃতির হবি—  
 নিজীব পাবাণে আঁকা সজীব জগৎ !

পূজিতে ও পদযুগ কত শত জন  
 একান্তে কাঁদিয়া ডাকে—ডাকি আমি তাই,  
 আপনি আসিয়া গো মা হৃদি-সরঃ মাঝে  
 কুটাও কুসুম, দেহ স্নেহে, গাঁথি মালা—

অঞ্জলি-প্রদান-সুখ লাভি মুচ্যমতি ।  
 তোমার ককণা বিনা মুক কাব্যকার !  
 স্বভাবতঃ দশা তার—পাগলের মত—  
 নিদ্রায় চঞ্চল মন—আমোদ ত্যজিয়া,  
 নিভৃতে সজল আঁখি চিন্তায় মগন—  
 কখন জলধী-তীরে, মক-মাঝে কভু,  
 বনের পশুর সনে গহন কাননে,  
 অভভেদী হিমালয় ধবল শেখরে,  
 কভু উঠি সুরলোকে, পশিরা পাতালে,  
 বিচরে উদাস মন হাসিরা কাঁদিয়া ।  
 জিজ্ঞাসিলে হাসে—কহে পূর্ণ মনোরথ !  
 আশু সুখ—চিরসুখ—তীর্থ পর্য্যটনে,  
 কে লভে তাহার মত ! ধন্য সেই, ধন্য  
 দরিদ্র যে মহাকবি ! উদরের তরে  
 লালারিত কৃতবিদ্য অভাগী ভারতে ;  
 পরের দাসত্বে তার জীবন বিক্রীত—  
 হায়, সবে কভু জ্বালা, কাঁদে অবিরাম,  
 তথাপি প্রফুল্লচিত—তোমার সেবার ।

## আক্ষেপ ।



জননীৰ অঙ্কে বসিলা যেমন  
লহিয়া অধরে পয়ঃ-পূৰ্ণ স্তন—  
পান কৰি দুগ্ধ—হায় কুসন্তান  
নখৰে তাহাৰে ছিঁ ডিয়া কৈলে ;—

ভাৰতের স্মৃত আমরা প্ৰত্যেক—  
শোষিয়া জননী-শোণিত যতেক  
লভিয়া সম্পদ সৌভাগ্য শতেক—  
দিতেছি হৃদয়ে আগুন জ্বলে ;—

মৰ্ম বোৰ নাই, কৰ্মে দিয়া ছাই,  
মৰ্ম কথা আর কৰ্ণে তোলা নাই,  
স্বার্থপরতাই ঘটেছে বালাই,  
দেখাচ্ছে তায় প্রবলা অভি ;

জাতিতেদ পণ কৰেছি কেমন,  
পরস্পরে হায় পেতেছি বেদন,  
সাধ্যায়ত্ত্ব ধন—একতা রতন  
হাৰায়ে বসেছি কি মুঢ় মতি !



সাধা নাহি কারো করে প্রতীকার,  
 ত্রক্ষমন্ত্র সাধা বাক্যে অবতার—  
 নহে কি মিছার ক্ষমতা প্রচার  
 প্রাঙ্গনে অবলা মহিলা-পাশে !

হোথা হুজুমে ভুলায়ে সকলে  
 আর্য্যবীৰ্য্য বল সব কেড়ে নিলে,  
 দিয়াছ যে এত,—বল কি পাইলে—  
 তার বিনিময়ে আছ কি আশে ?

দাসত্ব-শৃঙ্খলে নয়নের জল,  
 উদয়াস্ত হয় বাহিছে কেবল,  
 হুঃখিনী ভারতে সুখী কেবা বল  
 রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, আহা !

মিছার উপাধি লইয়া কি হবে,  
 সে মর্য্যাদা আশে কতকাল রবে,  
 তাহে কি অন্তর-অনল নিবিবে,  
 নিরন্তর জ্বলে ভারতে বাহা !

যে গরল পানি ভারত-ছায়ে,  
 যে অনল অঙ্গে দিয়াছে ছড়ায়ে,  
 থাকিলে ক্ষমতা শুধিতামু তাহা  
 যে'ত যে'ত প্রাণ গরল পানে—

উর্ধ্বর বসুধা পূর্ণ-তোয়া নদী,  
ফল ফুলে কীৰ্ত্তি শস্য পূর্ণ যদি,  
তাহার সম্ভ্রান অনাহারে মরে  
এ কেমন কথা :—বাজেনা কি প্রাণে!

স্বাধীনতা সার নাহিক যাহার  
সুখ সাধ আশা সকলি মিছার,  
অধীন জনের বিলাস কি সাজে  
কার সুখে হাসি—কিসের সুখ !

আপনার দেশে প্রবাসীর মত,  
আছে ত সকলি—বল বুদ্ধি হত,  
গেল গেল সব বিগয় বিভব—  
ছায়াবাজী হেরি কাটিছে বুক !

হতেছি তিখারী—তাবিয়া তাবিনা,  
দূরে যাইবনা—ব্যবসা বুঝিনা,  
পুত্র পরিবার মায়া তাজিবনা,  
ঘরে বসি তবু চাকর রব—

নিজ গুণ গাই নাছাড়ি বড়াই,  
লোকচাব মিটিং মিসন লইয়া,  
বিত্রত কতই, বড় লোক বলে,  
কাগজে কাগজে প্রচার হব—

পূৰ্ণবত্ৰ যত বাক্যে পরিণত,  
মূৰ্খ বলে নয়—সুশিক্ষিত যত,  
পর নিন্দা লয়ে নাচিয়া নাচিয়া  
হৃদয় পুলকে হাসিছে কত—

সব কাজ ফেলে দলাদলি করা  
অবশ্য কর্তব্য বুঝিয়াছে তারা,  
করে সৰ্বনাশ, একতা বিনাশ—  
গরল রসনা ধরিয়া যত ।

এত অধ্যয়নে ফলিছে কি ফল !  
অধ্যয়ন (ই) সার স্বার্থের কেবল,  
বড় পদ লও—ভিন্ন হয়ে রও,  
দেশ হিতৈষিতা চুলায় যায়—

হতভাগ্য এবে বলিব কি, আহা,  
লতা পাতা মূল ভারতের বাহা,  
বিদেশীরা আসি তুলিতেছে তাহা,  
করিছে ঐষ প্রস্তুত তার—

ভারত কার্পাস—বিলাতের কলে,  
“বস্ত্র লই তার কত গুণ মূলে ;  
দিয়া সব শস্য বিনিময়ে মিলে  
সামান্য খেলনা, যন্ত্রিকা, লোহা ।

নীল কুটী যত নিদেশীর সব !

চার ক্ষেত্র'পারে ওরা কারা সব ?

চিনি, চট, স্নেহে, কাদের বিভব ?

কেনবা তাদের করিয়া দেওয়া ?

পারব হইয়া পরের লইব—

পরের (ই) থাইব পরের (ই) পরিব—

গাই তে সুখ্যাতি পরের (ই) গাইব—

পরেরে আপন ভাবিতে হল ,

আর্য্যসূত হয়ে গৌরব তুলিয়া

নভাণীরে পর পাছুকা তুলিয়া

পরের পাছুতে ছুটিতে ছুটিতে

অভাগা জীবন ফুরায়ে গেল !

তবুনা স্বজনে যুহু সস্তাষণে

ডাকিয়া বসাব আপন আসনে,

সাধিয়া যতনে কহিব গোপনে

তাজিয়া সরন মরম কথা—

“ভাবনা কি ওহে দেখ দেখ চেয়ে

মোণার ভারত আছে কিবা হয়ে,

কিবা ছিল কার, কার ধন লয়ে

ধিনিনী মানিনি সবাই সেথা—

ছিল কহিনুব প্রচুর রতন,  
 কে আসিয়া তাহা কারল হরণ !  
 হরিল যাহারা নহে সুরাসুন্দ,  
 কেবল (ই) একতা বলের গুণে—

যদি হে শিখিলে তাদের সকল,  
 কই হে শিখিলে তাদের কৌশল,  
 কই বুদ্ধি—সেই, কই সেই বল,  
 কই সে একতা—দেখে বা শুনে ?—

ছি ছি ছি রাজন্ ! করিলে কি গতি !  
 হেলায় খোরালে টৈপত্রিক সঙ্গতি !  
 এই কি রে হায় ভারত-নিরতি !—  
 অবনতি তার সম্ভান করে !

হীন-বীর্য-বল জন্মিলে সম্ভান,  
 আছাড়িয়া তার বধিত আর্টান,  
 বল-বীর্য-হীন সবাই সমান  
 হেথায় কে পারে আছাড়ি মারে !

আমুক জলধি উথলিয়া কায়,  
 প্রভঞ্জন সনে মাতি বৈরিতায়,  
 বৃষ্টি ঘনধারে বজ্রপাত তার,  
 চৌদিক ব্যাপিয়া আধার ঘোর—

আশ্রুক প্রলয়, আশ্রুক সে ত্বর,  
 ডুবাতে ভারতে এ পাপের ভরা ;  
 পাপ নয় ত কি ?—যারা দিশে হারা—  
 বাঁচিয়া যাহারা করম চোর ?

দেখি গুনি আর যাহা করি অনুভব—

হায় !—

বালকেরা হোখা ছুটছুটি ছাড়ি—  
 কঠোর ব্যায়াম দাবা বড়ে পাড়ি—

হতে রণ-জিত তদগদ চিত্ত

ক্ষুধা তৃষ্ণা ত্যজি বসিয়া থাকে—

কেহ বা সন্ধ্যায় তটিনীর তীবে

ক্রান্ত পথ চলি সেবিতে সমীরে—

কিরিয়া আবাসে শ্রান্তি দূর তরে

সু-অঙ্গ শয্যায় ঢালিয়া রাখে ।—

পদব্রজে চলা বিপদ সবার,

গাড়ী যুড়ী যোখা কাতারে কাতার,

এবে যুবকেরা বৃদ্ধ হতে জুরা,

সুদীর্ঘ দিবস চাকরি করি—

তাই—

অবকাশ পেলো খাতা পুঁথি কেলে

মানা রবে মাতি কাটে দিবা রাত্রি—

মদ্যপানে, মর, বারাক্ষণা মনে,  
তরঙ্গিণী মাঝে ভাসায়ে তরি ।

বাল্যবিবাহ !

চঞ্চল স্বভাবা বালিকা ধরিয়া,  
পরিণয় দেয় বল কি দেখিয়া ?  
নিতি খেলা ধূলা করে সে হুবেলা,  
কেন সে বালিকা বদন ঢাকে ?

প্রাণর অঙ্কুর হয় নাই বার,  
প্রাণয়িনী হ(ও)য়া সাজে কি ভাহার ?  
বাল-কুলবধু হবে কি আবার,  
অকালে সকলি শিখিতে থাকে ?

তাঁহে—

রসময় পাতি অনুমাগে অতি  
শিখাইয়া প্রেম বাল যুবতীরে,  
টানিয়া টানিয়া ঘোবন আনিয়া  
লাজার ভায়ায় সুখের তরি—

ভাসে জাহা লয়ে, নাহি মনে ভাবে  
কালের গুরু তুলিবে কেলিবে  
আছাড়িবে জোরে—সে তরি তখন,  
বাঁচাইবে হার কেমন করি ?—

অকালে প্রসূতী—প্রসব বেদন  
 শিরা শিরা কাঁর না করে ছেদন— :  
 প্রসূত সন্তানে বাঁচাবে কেমনে ?  
 দুধের মেয়ের দুধ না হয়—

সুত, সুতরাং—ব্যাধির ভাণ্ডার,  
 জীর্ণ শীর্ণ সদা পঙ্কুর আকার,  
 হবে কত বল, বল-বীৰ্য্য তার ?  
 পরমাশু ছেতু বাঁচিয়া রয়—

রোগ, শোক, তাপ আছে এ সংসারে,  
 হয়নাক যার সে জন কেমন !  
 সেই ত ভরস্বে—সেই ত ডুকানে,  
 ভাঙিবে বালিকা অপূর্ণ কান্না—

জার কত হার ! কাহারে বা বলি,  
 প্রকাশিতে তাহা নাহি কুতূহলি,  
 বলি কি হে সাধে ? পরাণ যে কাঁদে  
 পর দুঃখে সদা নয়ন ঝরে—

“বিংশতি বরস—আজ(ও) কি সুন্দরী ?”  
 চলিয়া পড়েছে রূপের লহরী—  
 তাই তার পতি পরাক্রম-যতি—  
 মনজাপে সজী বামিনী করে—



এইরূপে হার কত কুলবতী,  
 কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটে দিবা রাত্তি,  
 হৃদয়ের ব্যথা রাখিয়া হৃদয়ে,  
 সাধের সংসারে জুলিয়া সারা ।  
 আহা !

বালকের কি—করিবে বা কি ?  
 বে দেশে যেমন প্রথা প্রচলিত ;  
 পিতামাতা মতে বাল্য বিবাহেতে,  
 না দিয়া সম্মতি কি করে তারা ।

একে একে ভোগে তবু তার(ই) পক্ষ,  
 নাহি সাধ্য হয় আচার বিপক্ষ,  
 বলি বাপ মায়, কেন বালিকার  
 হাত পা বাঁধিয়া ফেলে না জলে ?

কন্যা কি এমন, তুচ্ছ ধরনীতে,  
 কেহ নাহি তার হইয়া কাঁদিত্তে,  
 স্বেচ্ছাচারী নরে দেখ কি না করে,  
 সহে সব জ্বালা অবলা বলে—

- বাল্য পরিণয়ে এত অপকার,  
 পক্ষপাতী সবে তথাপি তাহার !
- পূর্ব আরতন নহে হুহিতার,  
 সাজে কি বিবাহ তাহার, হার !

কোন্ বুদ্ধিমান্ প্রশ্ন দলিয়া,  
 চাহে স্মৃতি বল স্মৃতি নাশিয়া ?  
 মধু আশে স্মৃতি-চক্র বিদলিলে  
 ভাবী স্মৃতি-ভাণ্ড—বিনাশ পায় ।

---

নারী শিক্ষা :

“পশু” লয়ে ঘর করা বড় জ্বালা,  
 করিবে গৃহিণী বিদ্যাবতী বালা,  
 বাঁধিয়া কোমর উঠে পড়ি লাগি,  
 গেরেল স্কুল স্থাপিলে গ্রামে—

প্রতি বার-মাসে বাহিরিছে ছাত্রী,  
 নবম বর্ষীয়া গুপতি পাঠী,  
 কর পরিণয় সোহাগে তাহারে—  
 গড়িয়া পুতুল নাচাতে ক্রমে !

পুঁথি পড়া রীতি ছিল রে যখন  
 পতি অনুরাগ, ভাল বাসা সার—  
 স্নেহ, ভক্তি, দয়া—শিখিত যে জায়া,  
 স্বর্গ মুখ পেত বসিয়া ঘরে—

পতিহীন ভীক—শিতামাতা গুরু  
 মুহুর্ত সজনে—মাসিত যে মনে ;

শর্শবাস্ত অতি কাষ কর্মে মতি  
কুপথ ভাবিতে কাঁপিত ডরে—

আজ দেখ তারা হয়ে দিশেহারা  
নার্টক নভেল শিওরেতে রাখি  
যুগায়ে স্বপনে থেকে থেকে জাগি  
মনের উচ্ছ্বাস উঠিছে করে !

গৃহ-দ্বার কল্প—মন দ্বার খোলা—  
যৌবনে—যোগিনী—বিদ্যাবতী বালা  
মানস আকাশে—কল্পনার উড়ি  
বধা ইচ্ছা যায়—অদৃশ্য হয়ে !

বেধা আদিরসে পুকষেরা ভাসে,  
রামায়ণ সেধা পড়িয়া যুবতী,  
পতি-মন পাবে ? অসক্ত কোথা  
কবে বা সক্ত হয়েছে বল !

স্বামীসাথে সতী—পুরাইতে, বিধি  
অনারী আচার শিখিছে অধিক  
কে জানে ধরম, কে জানে করম,  
মনপুত স্মৃষ্ হইলে হ'ল ।

আমোদে যুবতী হইয়া বিহ্বল  
গৃহ কার্য্য বত তুলিছে সকল,

বান গাছে চেলা হয় কি না, বালা  
 আর না জিজ্ঞাসে সখীরে ডাকি—

প্রসবিয়া শিশু নাহি লয় কোলে,  
 সোনার চল্লিখা ধাই কোলে দোলে,  
 মাঝে মাঝে আসি মুখ ময় হাসি  
 দেখে পুনঃ তার—এইত বাকি !

স্বাধীনতা !

শুনে হাসি পায় হাসিতে পারিনে,  
 ঘরের সে কথা—ফুটিতে পারিনে,  
 পতির বা নাই সতী চাহে ভাই—  
 কার লয়ে দিবে ভাবিয়া সারা !

চাহে স্বাধীনতা ধরি পতি করে—  
 “দিতে হবে নাথ দেয় দেখ পরে”  
 এই সুখ বিনে দুখী নিশি দিনে  
 নব্য ভাব-ভাষা রমণী যারা ।

অত্যা নারী মত হাটে মাঠে যাবে  
 গাড়ী জুড়ী চড়ি ছবেলা বেড়াবে,  
 পর নর মনে ঘিফ্ট আলাপনে  
 পতির বিরহে কাটিবে কাল—

এই যদি সাধ বঙ্গ অঙ্গনার  
 রবে না গৌরব ও নামের আর !  
 যাবে ছারে খারে—হিন্দু পরিবারে  
 হার কি অকুর হতেছে কাল !

কিবা অলক্ষণে দেবযানী সনে  
 শম্বিতা পাণিনী যযাতি তবনে  
 গিয়াছিল দাসী—কুল মান নাশি,  
 জারজ সম্মান উদরে ধরে—

এইত প্রবাদ—ঘটিল বিবাদ  
 ঋষি-কন্যা সনে—সতিনী সুবাদ—  
 শাপশ্রুত হয়ে সে বাস ত্যজিয়ে  
 স্থানান্তরে গিয়ে বসতি করে ।

ছিল মনে মনে মন-কসাকসি—  
 তাই তার স্মৃত আখ্যাবর্তে আসি  
 ববন দুরন্ত—হিন্দুধর্ম নাশি—  
 প্রতিহিংসা ভাল লইল ফলে —

হা ছিল হিন্দুর নাশিল সে কুর,  
 মুছাইয়া মরি কপালে মিন্দুর  
 হিন্দু মহিলার কুল, মান, আর  
 সতীত্ব হরণ করিল বলে ।

গেল স্বাধীনতা—হুঁহুঁর হুঁহুতা—  
 কাতরে লুকায় যে যার দুহিতা—  
 কিংবা পর করে অর্পিয়া তাহারে  
 বাল্য পরিণয়ে—বাঁচায় কুলে—

রমণী স্বাধীনা রহিল না আর—  
 (স্বাধীনতা মর্ষ—যে অর্থে প্রচার)—  
 সবাকার মনে ভয়ের সঞ্চার—  
 লাগিল আঘাত পঙ্কতি মূলে ।

সে অবশি নহে ভারত স্বাধীন !  
 পুরুষেরা যদি পরেরি অধীন—  
 মহিলার তবে হয়েছে কি দিন  
 স্বাধীনতা চায় সে কোন্ মুখে ?

স্বাধীনতা চাহে—হরি হরি হরি !  
 আদরের ডায়া—মরি মরি মরি !  
 সে যে অনাধিনী—জানেনা কি তাহা  
 একটুও তয় নাহি কি বুকে !

নি ! বিলাসের কাল—নহে এ সময়—

দাকণ অনলে জ্বলুক হৃদয়—

পরশি সেই শিখা জ্বলিবে আলয়,

তপ্ত ককক দেবাদি দেবে—

নারীর রোদন(ই)—উপায় কেবল,  
 অবিরত ধারে নয়নের জল,  
 তরঙ্গিণী হয়ে যাউক বহিরে—  
 মন্দাকিনী কোলে আদরে লবে !

শীতলিয়া তাঁর চরণ যুগল  
 গাবে মন্দাকিনী করি কল কল,  
 বলিও তখন এ ব্যথা সকল  
 তার সনে হুমি মিলায়ে বাণি—

ব'লো কর'পুটে চরণে তাঁহার  
 “আর্য্যাবর্ত্ত এবে হয় ছারখার—  
 তোমার সে স্মৃতি—কর রূপা দৃষ্টি  
 রূপাময় তুমি—হে শূলপাণি” !

হেথায় পুকর—বিজাতি অধীন,  
 অনুকরণেতে—মত্ত দিন দিন—  
 বাদের গৃহিণী—তোমরা ছাধিনী—  
 তাদের (ও) হইয়ে বলিও, আহা—

বলিও, তাঁহারে—আছে যা অন্তরে,  
 সহিবে সে জ্বালা কত কাল ধরে,  
 কত কালে আর হবে প্রতিকার,  
 কোন্ অবতার মুচাবে তাহা ?

দক্ষ-গৃহ-গাভী—রক্ত ঘেষে চাও,  
 পর নর হেরে বদন লুকাও,  
 প্রাক্ষন বাহিরে যাইতে না পাও,  
 বলিও তাঁহারে অকুতোভয়ে—

আর(ও) ব'লো তাঁরে—রক্ষক বাহারা  
 সন্তিত্বের ভাব বুঝে না তাহারা !  
 পর নর তব অধর চুমিলে  
 দণ্ডে না তাহারে—ভুষ্ট হয়ে—

“অধর চুম্বন—শ্বেহের লক্ষণ  
 আপ্ত পর ভায়—কিবা আসে যায় ”  
 এই কথা বলে—হাসে কুতূহলে—  
 জ্বলে ভায় তব পবিত্র প্রাণ—

আনত আননে সজল নয়নে,  
 দেখাও সে জ্বালা আঁকিয়া বদনে,  
 কিন্তু সে যে অন্ধ—মর্ম্য ভেদী নর  
 পাপ পুণ্য যার—নাহিক জ্ঞান!—

জনম অবধি রয়েছ করেদী—  
 জিজ্ঞাসিও তাঁরে—এ বা'কোন বিধি ?  
 আর—প্রতিকার থাকে কোন বদি,  
 সাধিও করিতে সদয় হয়ে,



নর'ত বলিও প্রলয়ে ডুবাতে  
 রমণী' কুল প্রাচীন ভারতে,  
 কায কি এ জ্বালা সহিয়া ছবেলা—  
 সতিত্বের তার মাথায় বয়ে !

কিন্তু—কাঁদিও না অগ্নি আলোচনে  
 স্বামী কর ধরি, এন না বদনে,  
 চাহিও না আর নাহি বা তাহার—  
 সারা কেন হবে বুধায় সেখে ?

আছে বা তাহার সব(ই)ত তোমার—  
 চাহ অন্য বাহা দিবে আনি তাহা,  
 চাবে বিধু মুখে—জাসাইবে ছখে—  
 দিতে সে নারিলে মরিবে কেঁদে !

গৃহাবদ্ধ বলি এত কি বাতনা ?  
 গৃহ লক্ষ্মী তুমি—তাও কি জান না ?  
 তুমি রে গৃহিণী—তোমার গাঁপনি  
 সাধের সংসারে—তুমিই সব—

অমূল্য রতন—প্রণয় প্রতিমা—  
 আবাস ভূষণ—কুলের গরীমা—  
 হৃদয়ের ধন—পতিব্রতা সতী,  
 নাহিক জগতে তুলনা তব—

তব রাজ্য ওই দেখ অবিস্তার !  
 আত্মীয় স্বজনে—সংসার তোমার !  
 তোমার কথায় দাস দাসী কত  
 অধিরত ছোট্টে উর্ধ্ব মুখে !

তুমি রাজ রাণী—সেহের শিকলে  
 বশীভূত তব রেখেছ সকলে ;  
 প্রাণ পণে তারা—তোমা তরে সারা,  
 কেমনে তোমাতে রাখিবে মুখে—

তব পতি তব অনুগত সতী,  
 অনুগত তব সন্তান সন্ততি,  
 দশজন তব অনুগত যদি—  
 কি কাণে তোমার স্বাধীনা হয়ে ?

ধরার স্বরগ,—তোমার আবাস,  
 সুখ শান্তি'রাজে তার বার মাস,  
 জগৎ নিরখি—কেন বল দেখি  
 মাটিতে বুধার মর্ত্যতা লয়ে !



## চাঁদ ।



ওই নারী শিশু কোলে শিশু হাত তুলে  
চাঁদে ডাকে “চাঁদ আর চাঁদ আর” বলে,  
পরারে চাঁদের টিপ শিশুর কপালে—  
মরি কি মধুর হাসি অধর যুগলে !

\*

ছাঁদের উপরে প্রেমে গলার গলার  
প্রেমিক প্রেমিকা সনে—চেয়ে চাঁদ পানে—  
এ চাহে উহার গলে চাঁদেরে দোলায়,  
করে সাথ পেতে কঁাদ চাঁদ ধরে আনে ।

\*

মরি ওই বিরহিনী বিচ্ছেদ জ্বালায়  
চেয়ে চাঁদে প্রাণে কঁাদে বাসনা অন্তরে—  
চিকণ চাঁদের গায়ে পারদ মাখায়  
লে মুকুরে দেশান্তরে প্রিয়তমে ধরে ।

\*

প্রণয়ে বিবালী জন ডালে নেত্রাসারে  
কেন সে কলঙ্ক নাগ সুহিরা চাঁদের  
সমস্ত চাঁদের আঁকে রক্ত অকরে  
লিখিতে না পারে হার বেদনা মনের—

ভা'লে—

যে বেদনা বুকে আছে মুখে নাহি আসে,  
জ'নিও তা বিনোদিনী চাঁদ দরশনে;  
ভুল থাকে—কিংবা—যদি নাও ভালবাসে—  
অভাগারে একবার (ও) পড়িত ও মনে !

\*

ওই জলে কুতূহলে ক্ষুদ্র বীচিদল  
আমোদে মাতিয়া যেন নাচিয়া নাচিয়া,  
শুধা ধারা ধরি উঠে বাসনা কেবল,  
না পারে উঠিতে—ছোট্টে, পড়িয়া পড়িয়া ।

\*

নিবিড় নীরদ-খণ্ড অজগর গতি  
বীরে বীরে তল হতে কারা প্রসারিয়া  
চাঁদেরে গ্রাসিতে যায় নিরদয় যতি,  
বদন ঢাকিয়া, অঙ্গে কালিমা মাখিয়া !

দেখ দেখ শলী ওই অসিত মাধার  
রজত তিলক শোভে দ্বিগুণ উজ্জ্বল,  
মেঘের পারশ করি রজতের প্রায়,  
চৌদিকে ছড়ারে ছটা আধারিয়া তল !

ওই দেখ কাল মেঘ পরশিল চাঁদে,  
কলা কলা গ্রাসে তার কি বাতনা দিয়া,  
কাঁদ কাঁদ যেন চাঁদ দেখে প্রাণ কাদে—  
বাঁমনা—বাঁচাই চাঁদে, ছদয় চাপিয়া ।

ওই গেল ওই যায় নামিয়া উদরে ;  
 ক্রমে কাল হয়ে এল মেঘের কিনারা,  
 ছুটিল রজত ছটা দূর দূরান্তরে,  
 আলোকে আঁধার কিন্তু আবরিল ধরা !

\*

লম্বু লম্বু মেঘ গুলি ছুটিয়া ছুটিয়া  
 শরতের শশধর ধরিবারে আসি  
 ধর ধর করে বাই—সরিয়া সরিয়া  
 ও চাঁদ কি রঙ্গ করে মৃদু মৃদু হাসি ।

চারি দিকে ঘেরে যদি—কতু ধার দিয়া  
 সবাকার অগ্নি ঘেন খেলিয়া বেড়ায় ;  
 চাহে চাঁদে বাঁধে তারা বেড়িয়া বেড়িয়া—  
 কেমন কোঁড়ুক করি ছুটিয়া পলার ।

\*

তৃতীয়ার সিঁত ধনু পশ্চিম গগনে  
 পরিয়া আপন ভালে উজ্জ্বল তারকা—  
 চাঁদের কি সাধ যায় এ ছেন ভ্রমণে ?  
 দেখিয়াছি নীলাররে চন্দ্রবিন্দু আঁকা !

\*

নির্মল নীলিয়া মাঝে চাঁদ খানি ভাসে,  
 তফায় চকোরী সারা উর্দ্ধমুখে যায়,  
 অরুণ(ও) কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখী সুধা আশে  
 উঠে পড়ে উঠে পড়ে ঘেরিয়া বেড়ায়—

কে বলে কিরণ তার করিতে সেবন,  
অথবা বিহার তরে রক্ত আলোকে ?—  
সবার (ই) বাসনা চাঁদে করিয়া ছরণ  
কেহ খায়, কেহ পরে, কেহ গায়ে মাখে ।

\*

এক চন্দ্র নাভোপরে পাইলে প্রকাশ  
অগণন কুমদিনী যে যেখানে আছে,  
একবারে সবাকার প্রণয় বিকাশ,  
সোহাগে হৃদয় খুলি দেয় তার কাছে ।

\*

তিমির রূপিনী নিশা—সেও এক রাতি  
বিলাসে বিহার করে চাঁদ সহবাসে ;—  
আজি এর, কাল ওর, প্রেমে পক্ষপাতী—  
তাই চাঁদে হাস রুদ্ধি, দিন তিথি মাসে ।

\*

স্বন্ স্বন্ সমীরণে হেমন্ত নিশার  
শীতল নীহার বিহু ঝর ঝর ঝরে,  
ধরে ধরে পত্র'পরে পড়িয়া গড়ায়,  
নড়ে চড়ে পাতা বাই, ঝকু মকু করে ।

\*

চাঁদে হেরে হেমচন্দ্র তাসি অশ্রু নীরে  
কহিল “আবার কেন সুধাংশু উদয়”—  
ওই চাঁদে নিরখিয়া বসি গৃহ-শিরে  
কাঁদিল ঈশান চন্দ্র খুলিয়া হৃদয় !

কি জানি কি আছে চাঁদে সবাকার প্রিয়—  
ওই মুখে দেয় সবে মুখের তুলনা ;  
কলঙ্ক মাখান মরি তবু কি অমিয়,  
এত দেখি তবু দেখা হল না হল না !

\*

চাঁদ রে ! উন্মাদ আমি হেরে মুখ তোর,  
ধরা শারী উর্দ্ধে চাঞ্চি চিত হারা রই,  
কোথা দিয়া সারা রাতি হয়ে যায় ভোর—  
যুমে তোরে নাড়ি চাড়ি—ভোগে পাই কই ?

এত মোহ কেন তোর বল না বল না—  
কেবল (ই) চোখের দেখা—তাইতে পাগল,  
মজাতে বাহারে নারে ললনা সুন্দরী  
মজাও তাঁহারে—মুখ দেখারে কেবল !

পাখাণী ছিলাম বুঝি পূরব জনমে,  
প্রণয়ী আছিল তুমি সাধিতে আম'র,  
বড় দুঃখ দিয়াছিছু তোমার মরমে  
তাই বুঝি জ্বালাতন করিছ হেথায় ?

তবে চাঁদ জান তুমি তীব্র সে বেদনা—  
অস্তুর দহন সেই পর মুখ চেয়ে—  
আশয়ে হতাশ—শেষে—বতনে বাতনা—  
নাহিক নাহিক জ্বালা আর যার চেয়ে !

জান যদি, বল ফুটে নর নারী নাথো  
 যেন আর প্রেম ধার রাখেনা রাখেনা,  
 নিলে যদি দিতে হয় রীতি এ সমাজে,  
 কেন তবে লয়ে চিত দেয়না দেয়না ?

### পাষণ-প্রতিমা ।

কি সুন্দর গড়িয়াছ প্রতিমা এবার  
 পাষণে কোমল-প্রাণা বন্ধ-বিগবার !  
 পরিণা বসন সাদা, চিকুর এলায়ে বঁধা,  
 গিঁথিতে সিঁহুর দাগ রমণীর নাভ,  
 নহে আস্য প্রফুল্লিত, নহে ওষ্ঠ বিকসিত,  
 আরত নয়ন দুটী—আব ঢাকা তাই !  
 নত মুখে চেরে আছে কলঙ্ক পরশে পাছে,  
 যেন কৃত জড়সড় উছ মরি মরি,  
 অপক্লপ প্রতিমূর্তি—বিবাদ মাখান স্ফূর্তি—  
 মলিন সৌন্দর্য্য রাশি একাধারে ধরি !

কোথায় হৃদয় আঁকা দেখারে তাহার  
 দেখিব, কাঁদিব, তবু দেখিব আবার !  
 হৃদয়-ব্যাশিয়া ধার মমতার অধিকার,  
 বাহার হৃদয়-সরঃ কোমলতামর—



পর দুঃখে কাতরতা, এত দুঃখে সহিষ্ণুতা,  
 লজ্জাভর পবিত্রতা পূর্ণ যে হৃদয় !  
 সব সাধে জলাঞ্জলি—তবু চিতে কুতূহলি !  
 যতপতি-স্মৃতি-ভক্তি অনুরাগ কই ?  
 কই সে পীযুষাধার শীতলিয়া হৃদি তার,  
 পুন সুখ দুন হবে—সে বিশ্বাস কই ?

রমণী বিধবা হয় আর (ও) ত ধরায় !  
 এমন বিধবা হার আর রে কোথায় ?  
 লইয়া কঠোর ব্রত সততই আছে রত,  
 অনশনে সঙ্কুচিত নহে চিত্ত ধার—  
 বিলাস বাসনা লেশ, নাহি চিন্তে, দেবাদেব,  
 একি ভাবে প্রবাহিত পবিত্রতা ধার !  
 সংসারে দেবীর সম বিধবা আরাধ্য মন—  
 সুখ ত্যজি আনন্দ ত্যজি পর সুখ তরে,  
 পরের সংসার তার পরে কণ্ঠে অলঙ্কার ;  
 দেখে প্রত্যেক তার প্রতি ঘরে ঘরে !

জলধি প্রশান্ত এত অতল বলিয়া,  
 তেমনি প্রশান্ত দেখে বিধবার হিয়া—  
 যে দিকে কিরাও আঁখি, আকুলিয়া চারি দিকি,  
 প্রলোভন প্রতজ্ঞন চারি দিকে তার—

ধরিছে রতন তলে “সতীত্ব” বাহারে বলে,  
 কে ভায় পরশে বল কে পশে তথায় !  
 নারীর স্বভাব তোলা, বসন ভূষণ তোলা,  
 মন তোলা, ধর্ম্য তোলা, কর্ম্য তোলা আর ;—  
 তোলা তুলি নাহি যায়, পতিভক্তি একাধার,  
 এক (ই) ধারে প্রবাহিত জীবন বাহার !

আসিলে বিপদ-রাশি প্রলয় আকারে  
 ভীত নহে চিত তার সখুধিয়া তারে !  
 পঞ্চ ভূতে ছার দেহ তাই অশ্রু ফেলে কেহ,  
 কাঁদিবার কিবা আর পতিবিহীনার !  
 কিবা সাধ, কিবা আশা, কিবা পরে ভালবাসা ?  
 জীবন-যৌবন-সাজ সকলি মিছার !  
 সংসার অসারময় সময়ে সকলি লয়—  
 আঙু পাছু ভেদ/এই দিনেক বিরহ !  
 পতির মুরতি সেই আঁকা কিন্তু হৃদয়েই—  
 তাহার(ই) স্মরণে মরি স্তম্ভী অহরহ !

বিবাহ পবিত্র স্মৃতে বাঁধা যে যুগল  
 সময়ে সময়ে ছায় তারাও চঞ্চল ;  
 স্নেহে আঁছে সঙ্কলনে, ছিঁড়িয়া প্রাণের পাশে,  
 পাঁপ চক্ষে জ্বলবাসে কেন বা অপরে ?

ভাৰ্য্যার দুখিনী করে, বিলাসে যামিনী করে,  
 কত নরী পতিহস্তা সংসারে বিচরে !  
 অভাব রয়েছে যার নাহি চিন্তা বিষবার—  
 অভাব(ই) অভাব যেন পবিত্র অন্তরে !  
 ধর্ম কি অবলা বেশে জন্মে আর কোন দেশে ?  
 কোন নারী ডাবী-আশে আশু দুঃখ করে ?

কোণার হৃদয় আঁকা দেখারে তাহার,  
 দেখিব, কাঁদিব, তবু দেখিব আবার !  
 হৃদয় ব্যাপিয়া যার মমতার অবিকার,  
 তাহার হৃদয়-সরঃ কোমলতামর—  
 পরদুঃখে কাতরতা, এত দুখে সহিষ্ণুতা,  
 লজ্জাভর পবিত্রতা পূর্ণ যে হৃদয় !  
 সব সাধে জলাঞ্জলি—তবু চিতে কুহুহলি !  
 মৃতপতি-স্মৃতি-ভক্তি অনুশাগ কই ?  
 কই সে পীযুষ ধার নীতলিয়া হৃদি তার,  
 পুন সুখ হুন হবে—সে বিশ্বাস কই ?



ডুবিল যুগল-মুখ প্রবাহিনী-নীরে ।



দ্বিধাম যার্মিনী কোলে—বসিয়া ত্রিবেণী কূলে—  
শূন্যাকাশে শূন্য প্রাণ ভাসায়ে দিলাম,  
শূন্য মনে কত ভাবি কত কঁাদিলাম !

হ'কু ভুলিবার কথা, স্মরণে রয়েছে গাঁথা—  
স্বপন হইলে হত বিস্মৃতি যগন  
অবকাশে নাহি এসে করিত দহন !

পশ্চিম গগনগায় নিবিড় নীরদকার  
আঁধারে আঁধারবেশে আসি দেখা দিল,  
বাড়িয়া বাড়িয়া ক্রমে চৌদিক ব্যাপিল ।

আঁধারে আঁধার ছায়া—লুকাল পদার্থ কায়া,  
ডুবিল ধরণী যেন ভ্রমণী পাখারে,  
ধরাতল মতঃস্থল একি অন্ধকারে ।

নাহি বহে সযীরণ, নাহি বৃষ্টি বরিষণ,  
কেবল ভীষণ মাদে পুরিল গগন,  
কখন বিজলী জ্বলে বাড়িয়া নয়ন ।

বুঝিলাম সেই নারী, তবু না ফুটিতে পারি,  
 ঘৃণা দুঃখ প্রতিবাদী, রাখিল চাপিয়া—  
 রমণী-রোদনে যথা সান্ত্বনা করিয়া—

অদূরে ক্ষুদ্রদালয়ে গেলাম তাহারে লয়ে,  
 পরিবার মাঝে রাখি, আসিতুঁ কিরিয়া  
 কি জানি কেমন যেন মরমে পীড়িয়া ।

এ দিকে কুমুদী পতি বিকাশে নির্মল জ্যোতিঃ,  
 যথাকার মেঘ রাশি গিয়াছে তথার,  
 শান্তি কি মধুর বেশে বিরাজে ধরার ।

ঘাটের অপর পার্শ্বে যুবা এক অশ্রু বর্ষে,  
 মলিন বদনে আছে সলিলে চাহিয়া,  
 কেলিছে অনল স্বাস ফুণিয়া ফুঁপিয়া ।

নিরখিয়া সেই জনে আমার হইল মনে—  
 ডুবিয়া বেঁচেছে পুনঃ কাদিছে বলিয়া  
 রমণীর তরে—তাই ক্রোধাক্ত হইয়া,—

কহিলাম “চুরাচার ! ভদ্র বংশে কুলদ্বার—  
 কেন হেন পাপ দেহ এখন (ও) বরিয়া,  
 কেন বা জাহ্নবী জলে নর না ডুবিয়া” ?

চাহি সে আমার পানে কিরাইল ছনরনে  
 দর দর অঞ্জলি বহিতে লাগিল,  
 নানিয়া সোপান দর কাদিয়া কেলিল—

“ললহরে সে নৌন্দর্যা, কুসুমতে নৌকুমার্যা,  
 উষার নান্দা, আর পঙ্কজে বিকাশ,  
 মরালে মধুর গতি, এখন (৩) প্রকাশ !

“ললহর কলক দাগে, কোরকে কীটক লাগে,  
 উষার (৩) কলহ আছে দ্বিচারিণী বলে,  
 মরাল কর্কশ, কাঁটা পাছের মৃণালে !

“তেনি সে প্রতিয়ার পুরিয়া কি শঠতার  
 অর্পিল আমার করে সুন্দর ভুজগে ?  
 দংশিল মরমে পশি ছদর বিহগে !

“আমিরে সকাশে গেলে, তাহার অন্তর জ্বলে ;  
 বতন পেয়েছি তারে হাসাতে বধনি—  
 ‘আমি হাসি শিখি নাই’ বলেছে তখনি !

“আমার অবর্তমানে, কি বা নর সন্নিধানে,  
 রহস্যে বরস্য-মাঝে হাসিরাছে হাসি—  
 ভনেছি তা—বুঝিরাছি, কাল—রূপ রাশি !

“অনুগম রূপ ধরে, তাই রাপে গর্ব করে,  
 বনির ছহিতা বলে অহঙ্কার অতি !  
 বগির ছহিতা বলে এত ঘেচ্ছামতি !

“করোঁছি মিনতি তারে, কুমতি সে পরিহরে,  
 পরিহরি পিতৃবাস আসিতে আবাসে,  
 সংসারে সংসারী হয়ে ভুলিতে বিলাসে—

“যত্ন মম মিছা হল ! শুকাল না গুণ্ড জল !  
 কেননে এমন কথা—কই কার কাছে ?  
 পতিনী ‘সর্পিনী,’ উছঃ, পরে বলে পাছে !

“কেন বা বাঁচিয়া থাকি, কেন দেহে প্রাণ রাখি,  
 কেন না বিসর্জি আজি ঝাঁপ দিয়া জলে,  
 জুড়াই অস্তর জ্বালা পবিত্র সজিলে !”

এই বলি যুবা উঠে, সোপান নামিতে ছুটে—  
 ধর ধর কলেবর ছুটিয়া বরিতে,  
 উত্তর উত্তর ডারে গাড়িখু ভূমিতে

“কে ভূমি আশ্রয় ধর ? পরিহর পরিহর,  
 দংশিয়াছে বিষধর কেই অত্যাচার  
 কে কেন নির্দোষ ডারে বাঁচাইতে চার ?”

“শাস্ত হও, তিষ্ঠ পল—কেবা কার ডবে বল,  
 কার লাগি গৃহত্যাগী, আত্মহত্যা প্রাপে—  
 ডুবিতে উদ্যত ভ্রমে, জুড়াতে সম্ভাপে ?”

অস্তুরে কাঁদিল প্রাণী, আর না সরিল বাণী,  
 কেবল সে মুখপানে—চন্দ্ৰের আলোকে  
 নিরখিয়া কণকাল ডুবিলাম শোকে।

বসিয়া সোপান'পরে, ডাকিল সে প্রাণতরে,  
 “মৃণাল, মৃণাল” বলি বার দুই তিন,  
 হইল আনন তার দ্বিগুণ মলিন—

উঠিল চীৎকার কবি—প্রতিধ্বনি হল তারি,  
 উঠিয়া আকাশ তরি ছুটিল পবনে,  
 জাহ্নবী অপর পারে ধানিত সমনে—

“কি করিলি, পানীয়সি ?—মাখিয়া কলঙ্ক মসৌ  
 ঢাকিলি আনন তোর বটে রে অভাগি--  
 জীবিতে করিলি ঘোরে সরবস্ত ত্যাগী ?

“কেন বা হইয়া কাল, আসিল প্রদোষ কাল,  
 কাল পেয়ে কুলাঙ্গার ছুটিল আশিয়া,  
 তালিল করিত তোরে তরীতে তুলিয়া !



“কিরিয়া ভটিনী ভটে, জানিলাম ঘাটে ঘাটে,  
 “এলেছে তরলী বটে—পামর, পামরী—  
 কহেনা কেহই হেথা—কোথা তারা—তরি !

অন্তরে উপজে দুখ, দুঃ দুঃ করে বুক,  
 রক্তিতা নারীর কথা হইল স্মরণ,  
 চাপিয়া যুবক মুখ বলিল তখন—

“দুঃখ তব পরিহর, ডুবিয়াছে সে পামর,  
 মৃণাল পেয়েছে কুল অকুল পাথারে,  
 আইস আমার সনে দেখাব তাহারে ।”

যুবক যে স্থান ফেলি চাছিল যে আঁখি মেলি,  
 বুঝিল অধীর অতি—বিরহ বিদুর—  
 নীরবে মরম কথা কহিল প্রচুর !

কিন্তু কি ভাবিয়া পুনঃ, আকুল হইয়া ছন,  
 কহিল আমারে অতি মৃদু মৃদু স্বরে—  
 “কি কল মৃণালে হেরে—রাখিয়া বা ধরে !

“আর না প্রবৃতি যায়, দেখি তার পুনরায়,  
 ভুজঙ্গিনী কে কোথায় হৃদয়েতে ধরে ?  
 তুলিয়া কণ্টক মালা কেবা কণ্ঠে পরে ?

“সামান্য বনের পাখী—দিনেক পিঞ্জরে রাখি,  
 যতন করিলে তারে—সেও পোষ য়ানে—  
 কেমন পিশাচী, মায়া নাহিক পরাণে !

“নানা ফুল নানা সাজে, বসিয়া তারার মাঝে,  
 অবরে যেমধুকর যধু আহরয়,  
 অধরে যে রচে চক্রে হেন সুধাময়,

“সে যদি ফুটার ছল, কার না হে প্রাণাকুল ?  
 আপাদ মস্তক ভূলে বিয়ের জ্বালায়—  
 মধুকর—ভেবে তার—জ্বালা কি জুড়ায় ?

“জনক জননী হায়, কি বিদ্যা শিখাল তার !  
 অনারী আচার কেন সে বিদ্যা প্রভাবে ?  
 দুহিতা চরিত্র পানে চাহে না মা বাপে !

“পবিত্র প্রণয় ভূলে, কলঙ্ক কুসুম ভূলে,  
 কুহুত্রে গাঁথিয়া মালা দেয় উপহার—  
 ফুল হুতা তার পিতা করে না বিচার !

“প্রিয় আননে হেন নবীন কালিয়া কেন ?  
 স্নানহে আসিছে যেন পূর্ণ শশধর !  
 কোন্ পাশে দিন দিন শীর্ণ কলেবর ?

‘হায় কি কপাল মোর, দুঃখের নাহিক ওর !  
 অসহ্য তার ভালবাসা নাহিক আমার—  
 তথাপি বাঁচি না কেন না দেখি তাহার !

“কি হবে সে কথা তুলি !” বিন্দু দুই অশ্রু কেঁপে  
 কহিল আবার যুবা মম কর ধরি—  
 “হায় মখে ! অসতী সে হৃণাল সুন্দরী !”

হেন কালে আচহিত, ঘাটে আসি টেপনীড  
 অদূরে সুন্দরী এক—আলু ধালু কেশ,  
 বন্ধ-পরিকর, যেন বীর নারী বেশ—

সরোবে, সজল চক্ষে, বারেক আঘাত বকে,  
 তুলিয়া দক্ষিণ ভ্রু জুড়ি করিয়া  
 কহিল জাহ্নবী পানে দর্শন টিপিয়া—

“পবিত্র সলিল ধারা, বল্ তোরে বলে কারা ?  
 ‘মা’ বলে জুড়ার অঙ্গ অবগাহি তোয়ে  
 কোন্ পাপে অনুতাপে তোর নাম লয়ে ?

‘পাষণ ছুঁহিতা তুই, নহিস পাবানী রই,  
 উদরে পুরিস্ যা তা পাইস, রাকসি—  
 ও পেট তরেনা তোর বিক, সর্বনাশি !

“তোরে যে প্রণয় করে, অচল উদরে ধরে—  
 সেও ত রাক্ষস ওলো বেড়িয়া ডবৎ,  
 খা খানা দুজনে মিলে সমস্ত জগৎ !

“মারাইনা হতভাগি ! তোরে আর বলিব কি ?  
 থাকিলে ক্ষমতা মোর পালেক ধরার,  
 পেট চিরে লইতাম কাড়িয়া তাহার—!”

চিনিয়া নারীর স্বর, উঠে যুবা ধর ধর,  
 কাঁড়ল সরোবে তাকে, ছাড়ি দীর্ঘ শ্বাস—  
 “এখন (ও) মৃনালি ! তোর তাহারে প্রয়াস ?”

দ্রুতপদে নামিয়া সে, আসিল যুবার পাশে,  
 চাহিয়া সে মুখ পানে সিহরি উঠিল,  
 শোণিত ধাবিত বেগে মস্তক ঘুরিল ।

কহিল সে যুবা পুনঃ “জগৎ জানিল গুণ---  
 কেন আর মনাগুণ জ্বালিতে আসিলি ?  
 ডুবালি কলঙ্কে কুল—ডুবিয়া বাঁচিলি ?

‘কোন্ নারী ধরাভলে, পতিকে ‘বানর’ বলে ?  
 আপনি ‘মুকুতা হার’ তাহার গলার,  
 ছুলে ছুলে উপহাসে শোভেনা তাহার ?

‘হিন্দুকুলে হলি ছিছি—ঢলাঢলি মিছামিছি—  
আরো কত গুলিয়াছি রূপের গরিমা—  
পড়েছ ‘চাষার’ করে ‘সোনার প্রতিমা’ !

“কখন নিশীথে তারা, নিরখিয়া হতে সারা—  
অমনি ‘বিগত কাল’ করিয়া স্মরণ  
মুহ্যমতি হতে অতি চিন্তার মগন

“কখন চাঁদের মনে, কথা ক’তে সংগোপনে—  
সাবিতে সখীবে ডাকি কহিতে তাহার—  
‘বাঁচেনা বাঁচেনা প্রাণ বিরহ জ্বালার’ !

“পূর্বজন্মে বাদাবাদী—তাই বল বিসম্বাদি  
হয়েছি তোমার সুখে—পতি রূপ ধরে,  
দংশিছি বিবাক্ত কাঁট পাশিয়া অন্তরে ?

“পুরুষ আমার মত হতভাগ্য পতি বত  
কণ্ঠকল ভুঞ্জে তারা, বল, মারাবশে ?  
‘বামন’ হইয়া চাহে চন্দ্রমা পরশে ?

“বলেছ, ‘পুরুষ জাতি—আজনম পক্ষপাতী—  
মায়ী হীন,’ নারী প্রতি করিতে ভাড়া—  
কত দোষী তারা নিজে ভাবিয়া দেখেনা ?

“হিন্দু বালা, বল হার ! চিনেনা জানেনা বার,  
 তার করে সমর্পিয়া সর্বস্ব রতন,  
 ‘অধীন’ হইয়া থাকে যাবৎ জীবন ॥”

“না হয়ে স্বাধীন, যারা তোমা মত কুলঙ্গারা,  
 কোন্ মুখে বল তারা স্বাধীনতা চার ?  
 যে চাহে তাহারে দিক—বিক সে দাতার !”

“আপন রূপের ডালি—দাও গিয়া তারে ডালি !  
 সে গিয়াছে ওই পথে—যাও ওই পথে,  
 হুঁচুও কলঙ্ক নাম নারী কুল হতে !”

এদিকে নিশীথ কালে অধোর নিদ্রার জালে  
 আবরি অবনীতলে প্রাণী মাত্র সবে  
 সুখদা সুমুগ্ধি শাস্তি বিতরিয়া ভবে—

তাহাতে প্রকৃতি সতী নীরব মগ্ন অতি—  
 যেন কোন লজ্জাবতী অসতী হেরিয়া—  
 অস্ত্রোন্মুখ চন্দ্রালোকে আনন ঢাকিয়া ।

মশোক বিরহানলে নারীর হৃদয় জ্বলে  
 তাহাতে পতির উক্তি—কটুতার শর—  
 একেত কলঙ্ক কথা—তাহে আমি পর—

বিকল হইল চিতে ভাবিল না হিতাহিতে

কটিন ~~বাঁধিল~~ দিয়া মরিতে তখনি—

বিদ্যাং চকিতবৎ ছুটি মৃণালিনী—

গভীর সলিলে গিয়া পড়ে হার ঝাঁপ দিয়া—

রাহুগ্রস্ত শশি অন্ত যেমন তিমিরে—

ডুবিল মৃণাল মুখ প্রবাহিণী নীরে !

সুখের সংসারে যেন সে কেহই নয় । \*

বিধবা রমণী ভূমি রে হেথায় !

তবে কেন বুধা কর হার হার ?

দেশ দেশান্তরে পাপীয়সী যারা

পাপাচারে শেষে হয়ে কদাকার

কাল স্রোতে ভাসি হিন্দুস্থানে আসি

প্রায়শ্চিত্ত হেতু জনম লয় ।

ভারাই বিধবা তরুণ বয়সে,

ভারাই বকিত সুখ সাধ আশে,

ভারাই পায় না পরাণের পতি,

ভারাই হেথায় সদা অশ্রুযতি,

\* পলিগ্রামস্থ বিধবার প্রতি বন্দন উক্তি ।

ভাড়া ও কেবল নারকীর দল—  
মুখের সংসারে কেহই নয় ।

নিজ কৰ্ম্ম ফলে ভোগিছ সকলে,  
দহিছ সতত হৃদয় অনলে—  
অনিবার হায় প্রভুল শিখায়  
সুখ স্নান্য আশা ভ্রমসাং প্রায়—  
বিসি বারে মারে বল কে তাহারে  
বঁচাত সাহসী হয়েছে কোথা ?

উঠ উঠ মিছা কাদিয়া কি হবে ?  
যত দিন গ্রহ রবি, চন্দ্র, রবে  
ধর্ম্মের শাসন, পাপের ভাড়া,  
তত দিন ভব দুখ যুচিবে না !  
দুখ বিষবার নহে যুচিবার  
যত দিন মোরা বাঁচিয়া হেথা !

কাল প্রতিকূল—বিষবার ভোগে !  
সদা মনস্তাপে জ্বর জ্বর রোগে  
অভাগী কেমন ! নিদ্রা শমন  
কিরাতের নরন করে পলায়ন—  
দণ্ড সমুচিত বিনা সে কচিৎ  
কখন তাহারে পরদেশ আদি ।



আপন সংসার নাহিক তোমার—  
 খাও পরে যার এ জনমে তার  
 ক্রীত দাসী বত থাকে যেই মত  
 তুমিও ভেমতি থাক গিয়া রত  
 গৃহ-ভার লয়ে কটু কথা সবে  
 অস্তরে পুড়িয়া অধরে হাসি ।

বসন ভূষণ তাজিয়া এখন  
 অনশনে ত্রুত কর উদ্ভ্রাণন,  
 ত্রুতচর্যা বিধি সাধ নিরবধি,  
 অতীত জীবন ভুলিয়া যাও ।

তাজি অনুরাগে, উপজি বিরাগে  
 প্রণয়ের খনি বুজাও এখনি ;  
 স্মৃতি হৃদপিণ্ড করি খণ্ড খণ্ড  
 বিস্মৃতি অগাধে কেলিয়া দাও ।

বস্তুহ্যাত কুল ধরায় পড়িয়া—  
 সেইরূপ রূপ থাক শুকাইয়া,  
 নরন বিজলী বাড়ক গলিয়া,  
 হাসি নাহি কুটে মলিনাধরে,  
 সোনার প্রতিমা লীর্ণ কলেবর,  
 বিবাহে সতত জ্বলুক অস্তর, -

প্রারম্ভিক তবে হইবে সঙ্গর  
বৈধব্য যাতনা মুচিবে পরে ।

দেখ দেখ চেয়ে প্রকাণ্ড শরীর  
অভ্রভেদী চুড় ওই যে মন্দির—  
দেশাচার নামে বিখ্যাত ভারতে  
পূবাণ পদ্ধতি পূজার তরে ।

নারী অশ্রুবিম্ব ধরি সিন্ধু কারা  
রয়েছে চৌদিকে তরঙ্গ তুলিয়া—  
কিন্তু সাধ্য কই ভাঙ্গে একবিম্ব  
বুনিয়াদ যার প্রত্যেক ঘরে ।

জ্বলে ত অনল বিধবা হৃদয়ে,  
বাষ্প শিখা তার দীর্ঘ শ্বাস বহে,  
শত শ্বাস গিলি, জোর বায়ু তুলি,  
আঘাতে সজোরে পাবাণ কার—

দাকণ বিষাদে কটাক বিজলী—  
অবিরত হানে দশ দিশা হতে,  
সত্তত বাসনা উপাড়িয়া ফেলি  
বধেছা আচার প্রতিষ্ঠে তার ।

প্রাচীন কালের কেমন গঠন  
অচল অটল রয়েছে ভেমন,

ভূমিকম্পে নড়ে তথাপি না পড়ে,  
কড়ে জলে বাজে কি করে তার ?

বিদ্যাসাগরের, অথবা হেমের,  
অথবা নবীন, অথবা সেনের,  
অথবা সহস্র করুণ জনের  
কাঁচুক পরাণ যেমন যার—

পাষণ্ড হৃদয় রোদন না মানে,  
ভাল মন্দ কিবা বিচার না জানে—  
গড়িয়াছে যারা, সেকালের তারা,  
একালের এরা ভাঙিবে তার ?

গাই উচ্চ; তানে নগরে নগরে  
উত্তেজিতা কার সতী বিধবারে,  
নিবান আগুন প্রজ্জ্বলিত করে,  
তাদেরে অন্তী করিতে চায় ?

আছে যারা স্থির উঠিবে নাচিরা,  
দ্বিগুণ দহনে মরিবে জ্বলিয়া,  
বিরেহওয়া দূর—নিরাশার হায়  
মনস্তাপে মুখ শুকা'য়ে যাবে ।

আছে সাধ্য কার ককক প্রচার  
বিধবা বিবাহ !—~~কক~~ ব্যভিচার !

তথাপি তাহার এত সহকার ?

ছি ছি ছি ভারতে গতি কি হবে ?

মাতীঃ মতন—বহায় কি শন—

পশ্চিম সভ্যতা বুঝে কি কখন ?

মতীভের বল দেখেছে কে বল ?

মহা পরাভূত সার্বিকী কাছে !

ভেবনা ভেবনা, ভারত অঙ্গ—

অবলা সরলা হ'ক পরাধীনা—

মতীভের বলে প্রসিদ্ধ ভূতলে,

কোন দেশে তার তুলনা আছে ?

বিলাসে যে নারী মর্যাদা না করে,

ভাবি-সুখ আশে আশে দুখ হরে,

বৈধব্যের ব্যথা তার কাছে কোথা ?

সেই ত রমণী—সেই ত সতী !

করি হাহাকার কীদে অনিবার,—

এ স্বপ্ন বিচ্ছেদ অসহ্য বাহার,

তার ভাগ্যে হার, সুখ বা কোথায় ?—

ব্যভিচারে অর্থী বিলাসবতী !

ওনিরা মাস্তানা কুলের আলনা

বিরলেভেগিয়া গলে বস্ত্র দিয়া  
কাঁদিয়া প্রণমে দিখাতা পার—

কর জোড় করি. উর্দ্ধে নেত্র মেলি.  
পাপ প্রলোভন দিয়া জলাঞ্জলি,  
দারুণ জীবন মর্ত্যে রতন  
তনে রক্ষিতে—সামর্থ্য চার ।

---

সাঁধ ।

---

কি বিধানে মন সাধে দিয়া জলাঞ্জলি—  
পরিহারি বেশ ভূষা, স্বাস্থ্য পরিহারি,  
চিন্ত প্রফুল্লতা, হাস্য, আমোদ কোঁতুক—  
আহারে বিহারে সদা উদাসিনী কেন ?  
কেন তার এ যৌবনে সংসারে বিরাগ !

পশিয়া পায়র কীট কোট কোট ফুলে—  
গরল ছড়ায়ে দেয় দংশিয়া তাহার,  
বাহিরের রূপ ছটা অধরের সুধা,  
হৃদয় পুরতি লব করিয়া হরণ,

হৃৎশক্তি প্রবেশি তুষ্টি তঁহার অস্তুরে  
 বিমল বিবের জ্বালা ছড়ারেছে ছায়,  
 তাই সে মোহন নাই, শমন মলিন,  
 অবিবর্ত অবনত নেত্র অশ্রু তরে  
 মন হুখে রসিকর বাঁধিয়া বিবলে :

সকল গমন, তার পুর্বাই বাসনা,  
 পূর্বাই মনের সাধ, এত কালে বাহা  
 জাগিতেছে অহরহ অভাগা অস্তুরে—  
 পাইতাম বিধাতা—কহিতাম তার  
 জানি তাহা পূরিবে না—সাবিতাম তু

নাথি নাথ আর

মেঘাস্তে শরত শশী পাইলে দিকশা  
 নিওঁড়িয়া সূৰ্য্য তার নির্মল জোছনা  
 নাথাই তাহার মুখে, হাসাই আবার—  
 কুটাই অপূৰ্ণ কুল সরসী অধরে—  
 কুটে কি তেমন আর নন্দন কাননে ?

আকাশ কুমুদ দুটি ঘোহিনী লতার  
 আছে চির প্রস্ফুটিত কম্পনার মন,  
 তাহতে আনিয়া আমি অপূৰ্ণ মাদুরী  
 ঢালিয়া তাহার সেই নয়ন যুগলে,  
 আমিই নিরখি তাহা মাজ নিবাধরা ।

ত্রিভঙ্গ নিশায় শশী, বৃষ্টি অবসানে  
 দালিলে সুসংগত বাণি প্রশান্ত মলিলে—  
 ফুটিয়া তারকা বাহে, কুমুদ ফুটিয়া,  
 শশী ফুটি তার মনে আনন্দে বিচরে—  
 মন্দ মন্দ স্ফোরণে বিকৃতিকু রেখা

নাথো নাথো দেখা দিয়া মলিলে নিশায়,  
 ছাঁকিয়া মলিল সেই তুলিয়া বসন—  
 খচিত কুমুদা, তাকা কুমুদা রঞ্জে—  
 আবারিয়া অঙ্গ তাহে নিরাধি তাহার  
 কেমন দেখায় তলে “কনক লছরী” ।

ফুটিলে তারকা গুলি অমার নিশায়  
 অমিরি আকাশ পথে বেছে বেছে তুলি,  
 স্থায়ী করি চপলারে হরিতে ডুগিয়ে  
 সেই স্থতে গাঁথি হার, অনুবাহ ভরে  
 দোলাই তাহার কণ্ঠে হেরি আঁখি তারি

কোমল প্রসূন কত নির্জন্ম কাননে  
 অদৃশ্য ফুটিয়া হার অদৃশ্য ওকায়—  
 প্রকৃতির উপহার বসন্তের পদে—  
 তুলিয়া কোমার্যা রাশি বিছাই আসন  
 বসায় তাহার করি মলয় ব্যঞ্জন—

হৃদয়ের যন্ত্রি বাঁধি মমতার সুরে,  
 বিচ্ছেদের দীর্ঘ শ্বাস—তালে তালে, তাহে  
 গাহিবে মরম, প্রি়া করিবে শ্রবণ—  
 জানিবে লুকান কথা অভাগা অন্তরে—  
 ভালবাসা ভাসে নাক বুঝিবে তখন !

সাপ মাত্র এবে—

আগনি জ্বলন ছই, মোদা মিনা সেই—  
 হাসিরা মৃদুল হাসি খেনে পাশে পাশে ;  
 এক রসে দুটি ফুল মলয়ে তুলিয়া  
 অবাধে মনের সাধ পূরাই নিজ্ঞানে :  
 অথবা—অকনকটী—উদিয়া আকাশে—

নিদর কালের ছন্দ—দিন, রাত, বর্ষ,  
 দিবারাতি মিলাইয়া ঘুচাই সে সব ;  
 দিই না কালেরে আর দিন গণিবারে,  
 মরণ বসিয়া রয় কাল প্রতীক্ষায়  
 আমরা মত্তোগী কিন্তু অনন্ত জীবন !

সকল নিরস্তা হ'ক হৃদয় বাসনা,  
 যথা ইচ্ছা বাই আর যথা ইচ্ছা করি—  
 জগতের বত অর্থ একধারে বাছি  
 প্রণয়ের স্রোতে সদা তুষুক যুগলে,  
 পরস্পর প্রতিক্রম নিরাধি তাহার !



দুঃখ ননি নীল যথা কুসুমে স্তরভি,  
 শিখিতা অনিলে আর আবিতা সলিলে,  
 সঙ্গিতে মোহিনী শক্তি সৌন্দর্য্যে মাপুদে  
 ঘোবনে লাবণ্যধিক, কারা মাথে ছারা,  
 তাহাতে অমাতে ঠিক সেই মত রই !



দেখরে বিহগ এবে বুক কেটে মরে !



হার সে নয়ন বর সতত আপ্পিত রঃ  
 কেবা তার অশ্রুধার করিবে মোচন,  
 প্রফুল্ল আনন তার মলিন এখন :

হৃদয় সম্ভাপানলে ভাসে বক্ষ অশ্রু জলে,  
 কি বলিতে কি যে বলে পাগলিনী প্রার !  
 জানেনা কখন দিবা নিশি আগে বার !

জ্বলন্ত অনল চিতে নাহি কেহ নিবারিতে,  
 বাষ্প তার অশ্রুধার নরনেতে বহে,  
 কারে বা কহিবে সে বে কত জ্বালা সহে !

হারিয়েছে যে রতনে ফেরে তার অশ্রুবর্ণে  
 এক মনে স্থানে স্থানে খুঁজিরা বেড়ায়,  
 না গেয়ে কাতর হরে ভূষিতে লুটায় ।

আবাসে আবাসে ফেরে, তথাপি না পায় তাহে  
 সরমে প্রাণের কথা কহে না ফুটিয়া,  
 মরনে মরম ব্যথা রাখে সে চাপিরা ।

যেখানে পাইয়াছিল সেই খানে হারাইল !  
 বিধি যারে দাগা দিল বাঁচে সে কেমন—  
 তাই সে ত্যজিতে চায় অসার জীবনে !

অথবা যোগিনী বেশে যেতে চাহে দূর দেশে,—  
 রহিতে অজ্ঞাত বাসে বাহত জীবন,  
 কাটিতে রজনী দিবা করিয়া রোদন !

কেন বা পরাণে তার হেন লতা মমতার  
 অধরে শুকায়ে গেল নিরাশ দলবে !  
 কেন না, শাসিল ভাল উদাসীন জনে !

হেরে তার কাতরতা, 'সাম উদাসী যথা  
 দেখিলাম হেট মুখে বসিয়া 'স জন  
 অকূল চিন্তায় যেন রহেছে মগন ।

ললাটে নিরাশ রেখা অধরে বিবাদ লেখা  
 সরল হৃদয় দধী হুখের অনলে,  
 মনন পলক শ্রুত তাহে অশ্রুজলে ।

তুলিল আনন যবে, ভাবিলাম কথা কবে,  
কহিল না কোন কথা মরম ব্যথায়  
না ভাবি তাহার ভাব কহিনু তাহার।—

“উদাসীর ভাব দার একি তার ব্যবহার  
প্রাণ মন অবলার হরিয়া বেড়ায়  
অধিনী দুগিনী পানে ফিরিয়া না চায় ?

শুনিল সে মন দিয়া কানিল তাহার ছিয়া  
শুকাল শরীর তার শুকাল অধর  
কক্ককণ্ঠে মন-ভাব কহে অতঃপর।—

“আমি ত উদাসী নই উদাসীর মত বই  
গৃহ দারা পরিবার আছে মম ভবে ;  
কিস্তু হে আশ্রনী সুখী হইয়াছে কবে ?

“হইয়া আশ্রমবাসী বস বাসে পাশাপাশি  
মিছে ভালবাসাবাসী—যতনে মস্থিরা  
কি কাজ অমৃত আশে গরল তুলিয়া” ?

মুদিল নয়ন পুন আকুল হইয়া দুন  
খুলিয়া আবার তাহে তুলে স্বর্গ পানে  
কহিল লুকান কথা বা ছিল পরাণে—

“পরের নয়নে বারি দেখিতে যে নাহি পারি  
তবু যে নিবারি ত’হে নাহি সে ক্ষমতা ।  
এ পোড়া হৃদয়ে তবে কে দিল মমতা ।

“আমার দহনে তাব হয় যদি উপকার  
প্রতিকূল দেশাচার কুকুটী দেখার  
কতই নিদর জনে ডাকিরা জুট র :

“কলঙ্ক নিশান তুলে নাচে শত্রু কুতূহলে !  
আমার কণ্ঠে বিধি এত দুঃখ দেখা ?  
কাদায় আমারে তোর বিকৃত রক্ত দেখা !

“কহিব মুখের কথা জুড়াবে সে মন বাথা  
হায় কি দেশের প্রাণ ইথেও বিরোধি ?  
হায় রে চিন্তের বেগ কেনে বা রোধি :

“ভৌতিক পিঞ্জরে কেন পুরিলি বিহগ ছেন  
দিবি যদি দুখ এঁটে জনমের তরে ?  
দেখ রে বিহগ এবে বুক ফেটে মরে !

“অপরে করিরা শ্রদ্ধ যদি দোগী হয় কেহ  
হয়েছি আমিও দোষী অসার সংসারে  
দণ্ডিতে বাসনা থাকে দণ্ড রে আমারে ।

“দণ্ডিবে আমারে তুমি তোমাতে দণ্ডিবে আমি  
এ হেন হৃদয় ছিঁড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিব  
তুমি যে নিষ্ঠুর কত জগতে ঘোষিব।

“তোমার প্রদত্ত হৃদি তুমি কিরে চাও যদি—  
এখনি প্রদানি তাহা কাজ কি আমার ?  
চিনির বলদ মিছে সহি ওত তার !

“স্নেহ কি যন্ত্রণা মাথা ! সে যেহ হৃদয়ে রাখা ”  
ব্যবহার নাহি যার প্রয়োজন তার ?  
নিরাচ্ছ মমতা সারি ক্ষমতা বোঝায় !”

উদাসী নীরব হল ; ফোটা দুই তপ্তজল  
কপোল বহিয়া তার ভূতলে পাড়িল—  
নিশার স্বপন একি জাগাতে ফলিল !

বঙ্গ বিধবা ।

“ভার্য্যের পতিহীনা নারী বুঝি ঐ যে,  
না হলে এমন দশা নারী আর কৈ রে !”  
এ হেন উচ্ছ্বাস যার হৃদয় ভেদিয়া  
কাঁদাইল কত শত মরমে পশিয়া ;—

নিজ্জামাগরও—যাঁর বিশ্বব'র তরে  
 অবিরত অশ্রুধার নরনেতে ঝরে ;—  
 তাঁরাই কালের স্রোতে হলেন নীরব !  
 তবে আর এ ভারতে কার কথা কব ?  
 পুঙ্খ শাসনকর্তা, পুঙ্খ স্বাধীন,  
 কদাচারে বিবেকের করেছে মলিন,  
 দয়া—কারে বলে তাহা মনে আর নাই,  
 কবে আগে, ভাবে পরে, মনে আসে ঘাই :  
 তাইত ভারতে এত ঘটিছে জঞ্জাল,  
 এ উদ্ধারে মন্দ নলে ক'টাইছে কাল !  
 সম্মুখে কঁাদিছে বসি মহোদরা ওই !  
 বৈধব্য দাকণ ব্যথা সহে তার কই ?  
 দুহিতা মায়ের পাশে দীর্ঘস্থান ছাড়ে,  
 মায়ের স্নেহের প্রাণ—শোক তার বাড়ে !  
 “কি বলিব, দেশাচার !” কহে দুহিতারে  
 “কেমনে সান্ত্বনা করি বল মা ভোমারে ?”  
 কেহ বা ধমকু দিয়া চমকে কহ্যায় ;  
 নিরাশে বিষবা কব আঘাতে মাথায় ;  
 হায় হায় বিধাতারে ডাকে স্তান মুখে,  
 অহর্নিশি কৈঁদে কৈঁদে কাটে দিন দুখে ;  
 সকলের দুঃখ ঘটে রহেনা ও চির,—  
 বিষবার অবিরাম বহে অশ্রুধার ;

বড়খড়ু তার মাস যাইছে আসিছে,  
 বিধবা রুমণী কিন্তু সমান কাঁদিছে ;  
 উৎসবের দিনে মরি দীনা হীনা প্রায়,  
 সম্মুখে বিধবা নারী চাঁল যবে যার—  
 মেহ নাই, দয়া নাই, হউক জগার,  
 বল তবু কাঁদে কি না অস্তুর ডোয়ার ?  
 যদি কাঁদে তবে কাঁদে কিসের কারণে ?  
 ভাবিয়া দেখ না কেন আরেক ভা মনে ?  
 কথের সংসারে সুখী কে না হতে পার,  
 এর দুঃখী করে তবে কেন রাখ তার ?  
 পত্নীর বিরোগে সবে গৃহশূন্য কর,  
 সম্ভান সম্ভতি যেন তারা কেহ নয়,  
 সেই ঘর সেই দ্বার একের বিহনে,  
 অরণ্য সমান লাগে পুকুরের প্রাণে !  
 তবে কেন বিধবার প্রতি প্রতিকূল,  
 হাসিয়া শাসিতে চাও হলে সে ব্যাকুল ?  
 শত শত আশা পূর্ণ হয়েছে বাহার,  
 এক আশে কতান সে—দশা দেখ তার।  
 এক মাত্র আশা বার না হতে উদর,  
 কালের উদরে গণি হইল নিলয় ;  
 সে কেমনে প্রাণপণে হৃদয় ছিঁড়িয়া  
 সুখ স্বাদে কি বিবাদে সকল ভুলিয়া,

ত্রুষ্কর্তব্য মন্ত্র লয়ে ত্যাগ শিক্ষা করি  
 কাটিবে জীবন দেহ রক্ত মাংসে ধরি ?  
 সকল(উ) সম্ভব হর তাহার(ই) বেলার,  
 শাস্ত্রের দোহাই হায় তাহার(ই) বেলার,  
 বাসনা, সংযম, বিধি, তাহার(ই) বেলার,  
 পুরুষ বিধান দাতা তাহার(ই) বেলার !

ককণ হৃদয় ! দেখ এক বার,  
 বিবাদে বিপন্ন ওই বিধবার  
 মুখ যে মলিন হয় দিন দিন,  
 চাহ রে চাহ রে নরন পুলে ।

সমাজ কাহার, কার দেশাচার,  
 কার প্রতি বল করে অত্যাচার ?  
 আমরাই সব, থাকিলে যতন  
 দিতে পারি সব কু প্রথা তুলে ।

---



## শিশু । \*

অকালে কেনরে শিশু লইলি বিদায় !  
 কয় দিন তরে বল,  
 ধরিলি এ হেন হল,  
 দরিদ্র কুটীরে আসি জনম লইলি,  
 হাসিলি ভাসায়ে সুখে, শেষে দাগা দিগি !

দীড়িত শয্যার তোর প্রস্তুতী ব্যাকুল,  
 সুস্বপ্ন শিশুর মত  
 হাসিলি কাঁদিলি কত—  
 রহিলি আপন মনে আনন্দে বিভোর,  
 কে জানে অন্তরে কাল প্রবেশিছে তোর !

অন্নন কাতর তোর সহোদরা লয়ে,  
 বুঝিয়া সুযোগ ভাল  
 আবির্ভূত ব্যাধি কাল  
 নবদ্বার রুদ্ধ করি হৃদয় চাপিল,  
 হায় রে আননে তোর সে হাসি লুকাল !

, \* শিশুর মৃত্যুর পরদিবস লিখিত ।

শুকাল অধর, তলু করিল অবশ,

একে নাই বাকু শক্তি

কে করে যাতনা উদ্ধি !

অন্তরে অন্তরে তোরে পিড়িল নিদর,

কোন্ ব্যাধি কি ঔষধি না হল নির্ণর !

প্রকাশিল রোগ যবে কায়িক বিকারে,

ঔষধ রসনা তলে,

গলা না উদার গলে,

চিকিৎসা অসাধ্য হল—হার সে যামিনী

বিগত—এখন (ও) যেন কি কাল রূপিনী !

নেদ বুঝি ঝড় তায় ভীষণ আকারে !

মিশিয়া আঁধার সনে

হতাশ করিয়া প্রাণে

কে যেন কহিল কানে “বুধা আশা তোর,

আজি কার হয় কি না হয় নিশি তোর !”

পোহাইল সেই নিশি—আশার সন্ধারে

উদ্ধ মুখে ধাই ছুটে

কহি গিয়া কর পুটে

চিকিৎসকে সঙ্গে লয়ে ফিরিলাম বাসে—

কিন্তু কি অভাগা আমি ! করিনু বতন,  
সব শ্রম বৃথা হল !

ক্রমে বে ফুরাসে এল  
ক্ষুদ্র দেহে ক্ষুদ্র প্রাণ লঘু শ্বাস তোর—  
ক্রমেতে ব্যাপিল তোরে অচেতন্য ঘোর !

আছা বাছা কত দুখ সহিয়াছ তুমি !  
সকোচি প্রত্যেক অঙ্গ  
পলে পলে ঋণ ভঙ্গ  
নরন উরবে তুলি ঢুলায়ে পল্লবে—  
কি বাতনা ! সে বাতনা কত ক্ষণ সবে !

কণ্ঠে শ্বাস ধুক ধুক হীম কসেবর,  
আকৃতি বিকৃতি হেন,  
সে তুমি নওরে যেন—  
শেষ দেখা দৃষ্টিপাত পলকের তরে,  
হার বাছা সারা হলে চক্ষের উপরে !

ক্ষুদ্র মুখে ক্ষুদ্রাধর করিতে স্পন্দন,  
পরঃ পান বাসনার  
নাড়িতে রে রসনার,  
সে অধর সে রসনা অস্থির স্পন্দনে  
নির্ঝাসিল প্রাণ-বায়ু উর্দ্ধ আকর্ষণে !

গেলি গেলি শিশু কিন্তু বাইবি কোথায় ?

কে তোর কোথায় আছে,

বাইবি কাথার কাছে,

কে তোরে আদর করে মুখে স্তন দিবে,

কে তোরে আদর করে চুম্বন করিবে ?

কে তোরে বতন তেজ কারবে রে বল ?

জননী হইতে তবে

কে তোর আপন হবে ?

পুনঃ কি অন্যত্র গিয়া জন্ম লইবি,

পুন কি অপরে দাগা এইরূপে দিবি ?

নয় মান দশ দিন গরভে বসতি,

সে জ্বালা অল্প কিরে,

তাই জন্মি কিরে কিরে.

খরমে বেদনা দিস্ কত বাপ মার--

শিশুর অস্তুর পূর্ণ এত ক্রুরতার ?

বা, বা, বখা ইচ্ছা তোর চাছি না জানিতে,

অনুরোধ তোর প্রতি

ভারত ভাজিলি যদি

চাস্নে বাস্নে কিরে এদেশের পানে,

ফিরিতে বাসনা যেন হয় নাক প্রাণে ।

মরি মরি

শূন্য কার্য এবে হায় পাড়িয়া ধরার !

নহর যে কলেবর

কেন রে কঠিনভর,

কোমল কমল কর-পল্লব ছুখানি,

কেন রে চরণ ভোর কঠিন এখনি ?

মুদিত নয়ন দুটি চাহিবে না আর !

অধরে মসীর ছোপ,

লাবণ্য পেয়েছে লোপ,

এ জনম তরে হাসি মুরাল তহার !

কে সাধিল বাদ হায় কে হরিল তার !

হৃথের গঠন এবে ভাঙ্গিয়াছে হায়,

ললাটের প্রান্ত দুই

বসিয়া গিয়াছে ওই,

কালিয়া পাড়িছে মরি নয়নের কোলে,

দেহের জীবন্ত ভাব সব গেছে চলে !

হৃদয়ে যে ধুক ধুক করিত পরান—

নাহিক স্পন্দন তার,

নাহি সাড় অস্তে আর,

আর নাহি জড় দেহে তোমার তুমিত্র —  
জগতে পেয়েছে লোপ তোমার অস্তিত্ব !

এই ত সময় শিশু তুলিব তোমাবে,

কিন্তু কি অবুঝ ছিয়া

ও দেহে চেতনা দিয়া

আবার স্মৃতির দ্বারে পূর্বকথা ভুলে,

আমি ত ভুলিতে যাই ছিয়া নাহি ভুলে ।

সশরীরে অগোচর মৃত যদি হ'ত,

সে এক অপূর্ব হ'ত,

হ'ত না স্মৃতি না এত !

তোমারি আধার এ যে পড়িয়া এখানে—

ভাসাব, পোড়াব, কিন্মা পুঁতিব কেমনে !

রাখিবার যো নাই রাখিলে না রবে !

যাই তবে লয়ে যাই,

যে যা বলে করি ভাই,

হার প্রাণ কেঁদে ওঠে হৃদি ফেটে যায়

হাছে প্রাণ, প্রাণ দিয়া উহারে বাঁচার !

যে বাহু আদরে তোরে আলিঙ্গন দিয়া

দোলাইয়া নাচাইয়া

হৃদি-পরে গুণাইয়া

পেরেছিল সুখ কত সুখ দিয়া চিতে,  
আজ তারে তার দেয় এ কারে বহিতে—?

\* \* \* \*

নিস্কল শিশীল কালে জারুবীর কোলে,  
বাছিয়া নির্জন স্থল,  
খুদিরা পরণী তল,

আমরি

গুয়লাম দেহ খানি সামান্য শয্যার—  
দেখিলাম, ঢাকিলাম, তাজিলাম, তার !

নয়ন ।

অহো হো নয়ন । তোরে নিঃশব্দ রে  
কোন্ উপকরণেতে বলিয়া তা দে ।  
কিষ্টি, অণু, তোজ, মকত, আকাশে,  
বিষাদে, উল্লাসে, প্রেমে, অথবা বিলাসে—  
খুঁজিয়া জগৎ তোর  
পাইনা তুলনা তোর,  
জীবন ফুরারে গেল দেখিতে দেখিতে;  
থাকিতে নয়ন নারি নয়নে চিনিতে !

খাটির হইলে তুমি হইতে কঠিন,  
সলিলী হইলে হতে অনল বিহীন;

অনলে হইলে কেন

সলিলে ভাসিবে কেন ?

বাতাসে জ্বালিলে তুমি দ্বির রহিতে না,  
অকংশেতে—প্রতিবিশ্ব কতু ধরিতে না ।

বিবাদে ? হানিলে কেন মোহনে পুরিয়া ?

উজ্জাদে ? বিব্রত কেন ঝুরিয়া ঝুরিয়া ?

প্রণয়ে উদয় বার

কটাক্ষে গরল ভার ?

বিলাসী উন্মত্ত সদা স্বার্থপরভায়,

তুমি কাঁদ পর হুখে সময় সময় ।

প্রণয়ী হৃদয়ে হবে পীযুষ উছলে—

বিন্দু বিন্দু ধারে বার মৃদু দৃষ্টি ছলে,

চেয়ে থাক মুখ পানে

কে যেন হৃদয় টানে,

কি জানি কি হৃদয়জাল বিলোল কটাক্ষ

মজিয়াছে, মজিয়াছে, করেছি প্রত্যক্ষ !

বাঁধিয়া কবরী নারী রাজ্যে অধরে

বিলাসে আপন ছবি নিরখে মুকুরে,



আপন মাধুরী হেন  
 আপনি সন্তোষে যেন,  
 আপন নয়ন পানে আপনি চাহিয়া  
 কত কি নিরখে যেন অতৃপ্ত থাকিয়া ।

বহুকাল বিরহের শত জ্বালা সবে  
 বিসর্জিলে সুখ-আশা হত-আশ হরে,  
 পরস্পরে নেত্রপাৎ  
 ছয় যদি অকস্মাৎ,  
 সংজ্ঞাশূন্য ভাব পূর্ণ নির্ঝাক নয়নে—  
 হাঁসার কাঁদার যাহা পশিয়া মরমে—

আলুখালু বেশে বালা চপলার গতি  
 পার পুরুষের চক্ষে পড়ে গিয়া যদি,  
 পলকে চাহিয়া দেখে  
 অমনি বদন ঢেকে  
 ভড়িড়ে লুকার লাজে কম্পিত কায়ার,  
 ছুক ছুক করে শুক নেত্রে দেখা যায় ।

বিলাস আশক্ত পতি—হরি তার করে  
 নিষ্ফল সাধিয়া সতী নিরাশ অন্তরে,  
 শত শেল বিঁধে বকে—  
 হৃদয় আঁকিয়া চকে

চাহে তবু তারি পানে—কি যাতনা হায়,  
যায় যায় প্রাণ যেন তবু নাহি হায়—

অথবা বিষবা নারী আৰ্য্যস্থানে ওই—

নিদাকণ হৃতাশনে জ্বলে সততই,

প্রারুঢ় পঙ্কজ, সারা

অশ্রুজলে আঁখি তারা—

নির্জর্জনে হৃদয় তারি কাঁদে সে যখন,

দেখোঁছ নয়ন তার লুকায়ে তখন।

কোলের কোমল শিশু যুয়ুযু শব্দায়

নাতিস্থানে সঙ্কোচিয়া নিরুদ্ধ কারায়।

নেত্র তারা উর্দ্ধে তোলে,

অর্দ্ধেক পল্লব কোলে

ঢাক ঢাক দৃষ্টি কৌন চেয়ে মুখ পানে—

পলকে পলকে আঁখি স্থির করি আনে—

পাতি আঁখি তার পানে ব্যাকুল যাতার

অনিমেব অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টি যমতার,

যতই অন্তর কাঁদে

ততই নয়ন কাঁদে,

নিরাশ, বেদনা, শোক, সংসার বিন্দুভি,

দেখিয়াছি সে নয়নে এক কালে স্থিতি।

সম্ভান মিথন হলে শোকাক্ত প্রস্থতি—  
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হাস পাইলে শকতি—

স্থির নেত্র অশ্রুজলে  
চাহিরা ধরনী তলে,  
নিম্পলক চিন্তাকুল নভ শোক ভরে  
না চাহি নয়ন পানে শোকে দক্ষ করে !

স্বজন আসিলে কেহ প্রবোধিতে তার  
আপনি কাঁদিয়া ভাবে দ্বিগুণ কাঁদার,  
মোহ বশে দিশে হারা  
উভয়ের নেত্রে ধারা,  
কতকণে রসনার সরিলে বচন,  
প্রতি শব্দ উচ্চারিতে করে সে নয়ন !

কত্রির কুলজ বীর শত্রু পদতলে  
ভূতলে লুটায় বাঁধা কঠিন শৃঙ্খলে,  
উপহাসি তাহে কেহ  
দহিলে অন্তর দেহ  
অকণ নয়ন তার অগ্নি বরিবর,  
কি যেন করিত যেন থাকিলে উপার !

দুঃস্বপ্ন নিরদর দুই পাশ-মতি  
দুরাচার করে যদি দুর্বলের প্রতি—

ভাঁক সে কাঁপিতে থাকে,

যাতনা চাপিরা রাখে,

কাতর নয়ন তার — দয়া প্রার্থনায়  
অনুগত ভাবে যেন কাঁদিয়া কাঁদায় !

কেবলি তৌতিক নহে দু'মিহে নয়ন !

হৃৎ ধীন মানসাত্মীন বিমুক্ত প্রবণ,

এই যেন ভাস ভাস,

এই যেন হাস হাস,

এই ছিলে সুধা পূর্ণ বিবে ভরা পূন,

একি চক্ষে কত রূপ বহুরূপী যেন !

দখিরাছি

উদাসী উদাস আঁখি লাবণ্য বকিত,

সবক সাবনা অন্তরে প্রেমে বিগলিত,

জ্যোতিষী যামিনী যোগে

মেলি নেত্র কি সন্তোষে,

চোর চক্ষু সশঙ্কিত, পাপী নেত্র নত,

চতুর বিষরী চক্ষু চঞ্চল সতত ।

ক্ষুধাতুর অন্নপানে যে নয়নে চাহে,

যে নয়নে চাটুকার উপেক্ষিয়া রহে,

বারাক্ষণা যে নয়নে

রক্ত করে সজ্জি সনে,

যে নরন নিরখিয়ে অদ্ভুত দর্শন  
তর তক্তি, লাজ কিয়া, করে প্রদর্শন ।

আর

প্রিয়ার যে চক্ষু দুটী তাহাও দেখেছি,  
কতবার সাধ পূরে কত কি ভেবেছি,

অনুগাং মাখা তার,

দেখিলেই মন চায়,

প্রাণ চায় লয়ে তারে কি করে না জানে,

আত্ম-স্মৃতি ভুলি যেন চেরে তার পানে ।

নিশাং আকাশে আরো চেরে চেরে দেখি,

এই রূপ পাশা পাশি জ্বলে দুটি আঁখি—

সুদূরে থাকিয়া তারা

এ দুটি দেখিয়া সারা,

নতুবা আসে না কেন নামিয়া ভূতলে,

কারা হাবে কারা জ্বিতে দেখি তাহা হলে ।

দেখিয়াছি শত শত লতা মনোহর,

দেখিয়াছি তাহে কত প্রশ্ন সুন্দর,

এরা কি লতার ফুল ?

কোথা সে লতার মূল ?

তবু যেন দুটী ফুল একি লতিকার

অপংগপ পরস্পরে হাঁসায় কঁাদায় !

কেবলি তৌতিক নহ তুমি রে নয়ন !

স্বাধীন মানসাত্মীন বিমুক্ত প্রাণ,

এই যেন ভাস ভাস,

এই যেন হাস হাস,

এই ছিলে সুখা পূর্ণ বিবে ভরা পুন,

একি চক্ষে কত রূপ বহুরূপী যেন '

তোমাতে জগৎ ছবি হয় রে পতন,

তাবি তাই হবে তুমি চিত্তের দর্পণ,

না দেখি অপূর্ণ হেন

রূপিষ্ট সমান যেন,

এহি জগৎ তুমি দেখাও অস্তুরে,

অস্তুর নিগূঢ় ভাব ভাসাও উপরে !

কন্যাদায় হইতে কন্যা গুণে রক্ষা । \*

কবে বা ভারতে সে দিন হবে :

কুমারী, পাঠিকা উপাধি লবে ,

মুতাবে পিতার শৃঙ্খল পারি :

ফেলিবে উপাধি বিবাহ দায় :

\* বিশ্ববিদ্যালয়ে জীলোকদিগের পরীক্ষা দিবার নিয়ম  
ইহার পূর্বে লিখিত হয়।

ত্রিপাংশ উত্তীর্ণ কুমার পেয়ে,  
 জৌদিকে জনক ভাকান চেয়ে ;  
 পুত্রিয়া পুত্রে আশার ভরে ।  
 সন্মিত বরা গণনা করে ।  
 বনের লালসা বলিক হতে,  
 করেন ব্যবসা নুতন মতে ,  
 “পুত্রে” বিবাহ সহস্র এলে.  
 গন্যুখে অমানি তালিকা কেলে,  
 বলেন—“দেখ হে দেবেত সব  
 নতুবা কেন বা বিনয় স্তব ?  
 এ মূলে বিকেনা এমত স্মৃত,  
 গুণের ভাণ্ডার—লক্ষীর “পুত” ,  
 তথাপি তোমার রাখিতে মান  
 দিলাম সামান্য তালিকা খান,  
 বিবিধ তালিকা আমরা রাখি,  
 “স্বীকার” আশরে বসিয়া থাকি ,  
 ধনী কুমারী হইলে পরে ;  
 ভুলায় ভুলিয়া দুহিতা ভারে,  
 রতন কাকন বসন দিলে,  
 তবু কি এমন জামাতা মিলে ?  
 দরিদ্র তোমরা দেবে কি আর ?  
 চাহিতে সরম না হয় কার ?

বাটা বাদে খাতি দ্বি শত ভরি-  
 ভৌপিত রক্তত বাসনা করি,  
 কবিত কাকন অশীতি ভরি,  
 পিতল কাঁসার নাম না করি ;  
 “পাঁচ শ’ টাকার বসন তায়  
 তবেই উদ্ধার পাবে এ দায়—  
 এ যদি ভোনার অধিক হলো,  
 মেঘের বিবাহ দায় কি হলো ?  
 যে জন কিছুই দিতে না পাবে  
 কিরিয়ে দেখুক অপর ধারে ।”

কবে বা ভারতে যে দিন হবে !  
 কুমারী পাঠিকা উপাধি পবে ;  
 সুচাবে পিতার শৃঙ্খল পার  
 কেলিবে উপাড় বিবাহ দান !

পাশের গুমর—“ডুমুর ফুল” ,  
 পাশীর “কেলেম” হইবে তুল্য,  
 পাশিনী পাশীর হইবে তুলা,  
 সুচিবে পাশীর পিতার ফুলা ;  
 “মেয়ের” বাগের সুদিন হবে,  
 পাশীরা আলিয়া মাধিতে রবে ;



বিলাত করত, সি, এন্ ফাঁসা—  
 উকিল মোক্তার অর্জুন নাশা—  
 বিলাতি ঔষধে নিদান দারী—  
 অথবা “বিউটি” বিলাসাচারী—  
 উপাধি হুঁষিতা কুমারী—“ভাও”  
 বাড়াবে যেমন রাজা বা রণ্ড !  
 “স্বা’য়ে খার’য়ে” পড়ারে ছেলে,  
 কি হবে তখন ডিগ্‌রী পেলে ?  
 ডিগ্‌রী ডিগ্‌রী করিয়ে মর,  
 ডিগ্‌রী লইয়া গলায় পর ;  
 ডিগ্‌রী গুমুরে বেড়াও ফেঁপে,  
 ডিগ্‌রী ডিগ্‌রী উঠিছ ধেপে !  
 ডিগ্‌রী লইয়া হবে কি শেষ ?  
 ডিগ্‌রী আশয়ে মজিন দেশ ।  
 আপন ব্যবসা চেলিয়া পায়,  
 ডিগ্‌রী লইতে সবাই ধায়—  
 ডিগ্‌রী এখন হরেছে মেল—  
 বিকল ডিগ্‌রী—ছাড় এ বেলা—  
 ডিগ্‌রী লইয়া খুইয়া খাবে ?  
 আগ্নের উপায় করিবে কবে ?  
 হুঃখ দিন যায় ভেবে দেখ তাই,  
 দিনে খেটে জানি রেতে খাই তাই ;

টেকের আলায় জ্বলিয়ে মরি,  
 বাণিজ্য নামার “ডিউটী” অরি,  
 সুলভ ছিল বা পাই না আব,  
 পাঁচ গুণ মূল্য হইছে তার,  
 স্বদেশ উৎপন্ন মতই শস্য,  
 বিশাল কপালী করিছে নস্য ;  
 “কাটার” কাটার টাকার আশে ;  
 তাই ত “ট্রিপস” প্রত্যেক বাসে,  
 তাইত সর্বত্র “আকাল” ক্রমে ।  
 কে হেন এখন ঘুটায় ক্রমে ?

আমরা বাঙ্গালী বন্ধের সূত—  
 কালের ভ্রমে জন্মেছি “ভূত” ;  
 ভূবাতে নসিছি মায়ের নাম,  
 প্রত্যেক কার্যের ফৈলেছি দাম ;  
 স্বজনে পুরিত গৃহস্থ মাত্র,  
 এখন বনীই মতন পাত্র ;  
 স্বার্থের পূরণ কামনা বশে,  
 রসেছে রসনা কটুতা রসে ;  
 নতুবা কেন বা সোদর পর,  
 করিয়ে কলহ পৃথক ঘর ?  
 শুকর আদেশ অবজ্ঞা করি,

বনিতা বাণীতে শিহবে হরি '  
 নহিলে কেন বা প্রবৃত্তি হেন ?  
 পাঁঠা পাঁঠা কেনা বেচা এ যেন :  
 বাণিজ্য করিতে শিক্ষানতিস  
 স্ত্রুথের সৌহার্দে হুড়ায় বিব—  
 দেখিবা বিষাদে কন্যার পিতা—  
 সহর্ষে সাজায়ে তাহার চিতা,  
 নরস্ব সম্পত্তি একত্র করি,  
 সম্মুখে আনিয়া রাখিলে ধরি ;  
 তথাপি “বেছাই” মন না ভরে,  
 হায় কি হতেছে হবে কি পরে ?  
 আর ও বাঙ্গালী সমাজ নাই।  
 সমাজ আপত্তি ঘুচেছে তাই ;  
 তাই ত সকলে যবেচ্ছাচারী ;  
 উপকারী প্রতি অহিতকারী ;  
 পরের যাতনা হকু না কেন ?  
 আমি দুঃখ তার পাইব কেন ?  
 অপরে মারিয়া বাড়াব কোষ,  
 কি করে তাহার রোষ বা ভোষ ?  
 এই ও কামরা প্রবলা অভি,  
 তাই ত ভারতে এ দুর্গতি ।

“সত্যতা” “সত্যতা” ঘুবার মুখে,  
 রক্তের হৃদয় কাটিছে মুখে ;

● ডুবুক সত্যতা কপালে ছাই !  
 ছেলো কেনা বেচা ডুবুক তাই ।  
 ডুবুক ভারত তানয় লরে,  
 কি কাজ অনোর গন্তান ধরে ?  
 ডুবুক জননী ডুবুক পিতা,  
 ডুবুক সন্তান ডুবুক স্মৃতি,  
 ডুবুক সোদর ডুবুক ভগ্নী,  
 ডুবুক পুত্রব ডুবুক পত্নী,  
 ডুবুক সজন ডুবুক বাস,  
 কুবিরে সকল বাড়ক নাশ,  
 তথাপি ধর্মের রহিবে জয়,  
 সেও ত কখন বেশির নয় ?

কবে বা ভারতে সে দিন হবে !  
 হুমারী পাঠিকা উপাধি লবে ;  
 যুচাবে পিতার শূঙ্খল পার,  
 কেলিবে উপাড়ি বিবাহ দার ।

জনক জননী সজল আঁধি,  
 কুমারী ছুঁহিতা আদাসে রাধি,

স্বাবর স্ত্রীধন করিয়া পণ,  
 স্নাতক-পিতার পায় না মন,  
 সম্মুখে সন্তানে দুহিতা বলে,  
 হাত পা বাঁধিলে ফেলিবে জলে,  
 এই কি উন্নতি পশিল দেশে ?  
 এই কি বিদ্যায় ফলিল শেষে ?  
 এতেই গৌরব আমরা ধরি ?  
 এতেই টাইটল মাথায় পরি ?  
 এতেই আমরা “আমরা” নই ?  
 এতেই আমরা “সাহেব” হই ?

কবে বা ভারতে সে দিন হবে !  
 কুমারী পাঠিকা উপাধি লবে ;  
 মুচাবে পিতার শৃঙ্খল পার,  
 ফেলিবে উপাড়ি বিবাহ দার ?  
 কবে রে মহিলা পাইয়া শিক্ষা,  
 পুরুষ সমাজে দিবে যে দীক্ষা ?  
 কবে বা পুরুষ চেতনা পাবে ?  
 কবে এ পদ্ধতি উঠিয়ে যাবে !

---

## মৃত্যু ।

---

সকাল বিকাল যাব, নিশি যাব, দিবা যাব,  
 যেহু আসে সেই যাবে, আমি কেন যাই না ?  
 সেহু ত রে আগে পাহে, সবার(ই) নিবন আছে,  
 মরণে মোহরা তব আজ(ই) কেন পাই না ?  
 কেন রে মরণ : তব তাদে না মোহেব ঘোর ?  
 বসী হয়ে হাস তোর—লকাহাল মুখ রে !  
 অদার জীবন যাব, ডাক তোর বার বার,  
 ভাবিবি হৃদয় তব তোর কিসে ঙুঞ্জে রে ?  
 কেন মরা তব প্রাণে ? তোর ত সবাই জানে  
 অন্তেই মমতা-শূন্য নিরন্তর বলিয়া,  
 জননীর কোল ধতে কেডে লস শিশু স্নেহে,  
 কি করে মায়ের প্রাণ দেখিস্ না কিরিয়া !  
 দম্পতি যুগল, হার, কোথা স্থখে নিদ্রা যাব,  
 সহে না রে তোর প্রাণে ল'স একে কাড়িয়া—  
 পতিপ্রাণা অবলারে কঁাদা'স্ বিধবা করে  
 শূন্য ঘরে কারাগারে রাখ তারে পুরিয়া !  
 কখন রমণী হরি কার গৃহ শূন্য করি  
 প্রহারিস্ আগ্নিশেল সে পতির উরমে !  
 কভু পিতৃ মাতা হরি শিশুরে অনাথ করি  
 কঁাদাস্ মমারে পথে, হেরিস্ তা হরবে !

এসব করিতে তোর বিলম্ব আছে জোর—  
 কেন তবে অধিকার নাহি আমা ছুঁইতে ?  
 তবে কি “নিদ্র কাল বাহেনাক কালাকাল”  
 মিছার কথা কথ্য পাই মাত্র শুনিতে ?  
 অথবা “অমর” বলে কেলে তুই ষা’স্ চলে ?  
 ষা’স্‌নে ষা’স্‌নে মৃত্যু করি তোর মিনতি—  
 রাজার তাতার ডাক—তাল মন্দ তুই থাকে,  
 ভোরও রতনাগারে অ্যাম রব ভেমতি !—  
 আমিহে জগৎ ছাড়া, পেয়েছি কপাল পোড়া,  
 মন্ডিলে ক্ষমত আশে গরল(ই) যে পাইরে,  
 মুখে মেখে চুর্ণ কালি, তু হাতে বাজারে তালি,  
 ফিরে ঘুরে সেই পথে তবুও যে বাইরে !  
 জামরা অবধি আশা, হৃদয়েতে নিল বাসা,  
 ক্রমে ক্রমে হৃদয়েরে আশাময় করিল—  
 দুখের শরীরী এলে, তরসা প্রদীপ জ্বলে,  
 আশা ভেল ঢেলে ঢেলে, এত কাল কাটিল—  
 ক্রমে বত দিন গেল, সে ভেল ফুরায়ে এল,  
 নিবু নিবু লিখা হ’ল তৈল সেক বিহনে—  
 কে বাদ নাহিল হায়, ঢেলে দিল জল তার,  
 ভেসে গেল ভেল বিন্দু, রহিল না জীবনে !  
 হৃদয় আঁধার করে, নিবিল প্রদীপ ওরে,  
 হুতাশন বাঙ্গ তার অমনি যে ভরিল,

সে জল আগুন হয়ে, সে অবধি প্রাণ দহে,  
বুকে ভিতর-খানা স্পর্শ ফাক করিল !

\* \* \* \*

বলে না যৌবন কাল, যৌবনে “বসন্ত কাল”—

নূতন উদ্যম সনে নব নব বাসনা—

আশা বুকে মনোহর, ফুটায় কুসুম ধর—

বাহিত্র ফলের পাকে দেয়নাক গাভনা ?

অদৃষ্ট প্রসন্ন যার—মুট মুট কল পায়ে,

আঘাতে প্রসন্ন নয় একটিও পাইনে !

কলিলে যৌবনে ফল, কে আজিত তাহে বল ?

নহে সে যৌবন যম—এ যৌবন চাইনে !

অদৃষ্ট বা রোষ করি, আমার সে ভাগ হরি,

লুকায়ে বিলায়ে দেয় যারে ভালবাসে রে !

ছাড়িতে ভাগুরী ভাই, এখন(ই) মরিতে চাই.

রুখায় থাকিব কেন ছেন কারাবাসে রে ?

কান্ পাতি ধরাতে, শোন্ কে এ কথা বলে,

ভেবে দেখ্ কার(ও) মুখে শুনেছিলি কখন ?

কার দার পড়েছিল, তোরে গিয়া সেবেছিল,

বলেছিল গলাধরে করেছিল রোদন ?

\* \* \* \*

আমি রে এ ধরাধামে, পবিত্র মনুষ্য নামে,

দিয়াছি কেবল(ই) কালি রুখা জন্ম ধরিয়া—



ডাবি নাই একবার, কোথার ছিলাম কার  
 কেন হেথা পুনর্ব্বার জন্মিলাম আসিয়া ।  
 কে সৃজিল বিশ্বরাজ, দিল ও মোহন সাজ  
 কোটি কোটি পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন কবিতা—  
 অসদৃশ পরস্পরে, স্বীয় রঙ্গে শোভা ধরে,  
 কার চেন গুণগনা দেখি নাই ভাবিয়া !  
 চলিত ভারতী যাহা—তুমিছ তুমিছ তাহা,  
 দেখি নাই পত্র খুলে ছত্র কিবা রয়েছে,  
 অহঙ্কার মোহাবেশে, মুগ্ধ হয়ে অবশেষে  
 পারত্রিক কথা সব মিথ্যা ভান হয়েছ !  
 জগতে কেবল আমি—আমিই জগত স্বামী—  
 করিতে প্রভুত্ব ছেন সততই কামনা—  
 কিন্তু সে ক্ষমতা কই ? নিরাশে বিনাদে রই.  
 কেন নাই তবু কই হয় মনে ভাবনা !  
 “অদৃষ্ট” “অদৃষ্ট” করি, কেবল(ই) কাদিয়া মরি.  
 ভাবিনাক বিধাতারে যে অদৃষ্ট লিখেছে—  
 বাহার হাতের লেখা, কপালে অদৃষ্ট রেখা,  
 বাহার প্রসাদে পর সে অদৃষ্ট পেয়েছে !  
 কপালে পাথর চাপা, অথবা কপাল ফাঁপা,  
 ধরেছি কপাল আমি বিকল এ জনমে—  
 বাহে আমি দিই হাত, তাহে হয় বজ্রপাত,  
 পদে পদে অগ্নি শেল সহিতেছি ধরমে !

চাচ্ছিল জননী পানে পেয়েছি বেদনা প্রাণে !  
 আমার মায়েব দশা কেন হেন রয়েছে !  
 মাঝিক বদনে ভাতি, করে আঁখি দিবা রাত্তি,  
 কপোলে এখন(ও) দাগ উড় মরি রয়েছে !  
 জ্বলিছে অন্ধরে স্থালা, মাঝে মাঝে শ্বাস ফেলা-  
 বুক ভরে উঠে দাই চাপা কি তা যায় রে ?  
 ভাবেন জননী, হায় ! আমি কি বুঝিব তার !  
 আমি কি বুঝিব তার ? হায় হায় হায় রে !  
 আমি যে মারের স্মৃত জন্মিয়াছি অদ্ভুত,  
 পারি না মারের দুঃখ মুচাইতে হায় রে !  
 অশ্রু জলে মাঝি তারা নিরখিয়া হই সারা,  
 প্রাণ পণে পারি কই মুছাই তাহার রে ?  
 কবে বা মায়ের হেতু বাঁধিব সূখের সেতু,  
 সে মুখে সূখের হাসি কবে হাসাইব রে !  
 আমি যে সন্তান তাঁর—সে নামের কবে আর  
 স্বার্থকতা মাঝি সবে ভবে দেখাইব রে ?  
 হবে না হবে না পূর্ণ হরেছে সে আশা চূর্ণ !  
 আমি হতে জননীর কোন সুখ হ'ল না !  
 হালিতে আসিয়া ভবে ছলেছি স্বজন সবে,  
 এখন(ও) ধরিয়া ভবে আর কেন হলনা ?  
 গেল চিত্ত প্রকল্পতা, বাক আর চাঞ্চিমা তা—

ধন মান মশে আর প্রয়োজন নাই দে,  
 আমার যা নাহি হেথা—কে দিবে তা, পাব কোথা  
 পাইলে সে বিধাতারে চাহিতাম তাই রে !  
 লয়ে ভোহ কোল পাতি কর রে তাদের দাখি  
 আমার মতন বারা ধরেছিল জীবন—  
 বুঝার জনম সয়ে, মায়েরে যাতনা দিয়ে,  
 ভুলে গেছে ঘন লীলা নাহি মাত্ম স্মরণ ।  
 মানব জনম জানি, সার্থক পুণ্যাহ মানি,  
 মরের মরিতে সাধ সাধে কি তা কর রে ?  
 মনে সে করিলে সাধ, কাল যদি সাথে বাদ,  
 কোন্ সাধে, কোন্ আশে, কোন্ মুখে রু রে ?

\* \* \* \*

ল'স যদি তবে কই, আমার জননী দুই—  
 প্রসূতি জননী আর ভারত জননী রে—  
 উভয়ের আঁখি চারা—কৈদে কৈদে জ্যোতি হারা,  
 অনাধিনী কাকলিনী বিধবা রংগী রে !  
 দু'য়েরি বার্কক্য আশা, দু'য়েরি কুরার আশা,  
 দু'য়েরি হৃদয় ব্যাথা হেরি নেত্র-মুকুরে—  
 দু'য়েরি বুকের পরে বিষাদ দলন করে,  
 দু'য়েরি বাসনা ছায় শুকাইছে অন্ধুরে !  
 “ধরি গর্তে কুলাকারে দিল কুল ছারে ধারে  
 শুনাইরা দু'মায়েরে সবাই যে কর রে !

রিপূর পীড়নে ছাদ, দুহ দুক কেটে দায়—  
 অগ্নে পাশে উপহাসে—প্রাণে কি তা নয় রে ?  
 জাহে যে ছদর টুটে—কম'না তা মুখ ফুটে !  
 আমি কি অবুঝ ওরে পারি না তা বুঝিতে ?  
 সংসার সংগ্রামে পাশি, চৌদিকে নিবাশ মসি—  
 কে ছেন সাঁহসী তার পারে গিয়া বুঝিতে ?  
 যে পারে—দৈনের বলে ; দৈবই অমায় ছলে,  
 তনে আর কার বলে বলীয়ান হইব ?  
 হতাশ সুভীক্ষ বাণ প্রাণে করে খান খান—  
 করিয়াছে কত বার কত আর সাঁহিব ?  
 তাহত ক্লান্ত্য তোর, অজ্ঞেয় ভাবিয়া ওরে  
 সাধিতেছি এত করে, ধরিতেছি পায় বে,  
 এ দেহ বন্ধন হতে পরাণ ছাড়িয়া লতে,  
 কিরাতে ভূতের বোঝা ভূতের(ই) মাথার রে,  
 কেন বা রাখি এ দেনা, যার দেনা কিরে দেনা,  
 কখন(ও) কিরাবি যদি আজি কিরে দেনা রে—  
 কার(ও) ত না কর হিত—কাদালের সাধি হিত,  
 “অস্তিমের পুরোহিত” নাহ কিনে নেনা রে ।  
 জন্মেছি গরতে য়ার, দেখিব বন্ধনা তাঁর ?  
 তাঁহার দুঃখের কল্লা উড়াইব হাঁসিতে ?  
 এই কি আমার বর্ষ—? এই কি আমার কর্ম ?  
 স্নলতে ত শুদ্ধ হব পিণ্ড দিয়া কালীতে ?

দে'চায় সে পিণ্ড দিক ; আশি মনে জানি চিত্ত-  
 জীবন্তে জননী সেবা যে জন না করিল—  
 ষিকু জগে, ষিকু তারে, ষিকু তার অহঙ্কারে,  
 কিবা আসে যায় ছেন জাঙ্গল বা মরিল !

\* \* \* \*

আকাশে তারকা ফোটে, উজ্জ্বলিযা জ্যোতি ছোটে  
 কাননে কুমুম ফোটে ছোটে গন্ধ তাদার—  
 সুকৃতি পেয়েছে যারা ফুটিছে সংসারে তারা,  
 গৌরভ গৌরব কীৰ্ত্তি করিতেছে প্রচার—  
 মাতৃ ভূমি তরে গিয়া, বণ ক্ষেত্রে বৃক দিয়া,  
 ধুবিছে অমর সম নাহ চিতে আশঙ্কা !  
 আপন শোণিত পাতে রিপূরে নাশিয়া হাতে,  
 উদ্ধারিবে জন্ম ভূমি এই মাত্র আকাঙ্ক্ষা !  
 লইয়াছে কেহ ত্রুত বাঁচিতে সম্পত্তি মত  
 দীন দুঃখী কাকালের ভরণ পোষণে রে,  
 দুর্ভিক্ষে অন্ন দানে বাঁচাইছে লক্ষ প্রাণে—  
 সকল জনম তার, ধন্য সে জীবনে রে !  
 কেহ করি স(ও)দ্য গরি, তুলিছে ভাণ্ডার ভরি,  
 ঢালিছে রতন রাজি মায়ে'র চরণে রে,  
 লইয়া স্বজন গণ তুলিছে মায়ে'র মন,  
 দেখিছে মায়ে'র হাসি বিকাশ বদনে রে !  
 তীর্থে তীর্থে পর্যাটিয়া মা'র নাম প্রতিষ্ঠিয়া

কালের সমাদা কেহ কবিতোছে ঘোষণা,  
 তা নাই আমার ভালো । তবে কেন মৃত-জালে  
 বুথায় আবদ্ধ হবে রই হেথা বল না ?  
 তাই বলি ওরে কাল, কেন বুথা হর কাল ?  
 সুস্থান হৃদয় হর মোর এই জীবন !  
 সুচাণ হৃদয় ব্যথা ' এ ভব গুণের কথা—  
 রবেনা রবেনা ওবে রবেনা রে নোপন !  
 বিবেক বাসনা লয়ে জন্মেছি মনুষ্য করে,  
 সে বাসনা সে বিবেকে কোন্ কল ফলেছে ?  
 দাসত্ব শৃঙ্খল হতে আর্থা স্নতে উদ্ধারিতে,  
 কই মাঝ নুষ্টি হেতু এ পরাণ গিয়েছে ?  
 কার তুথে কাঁদিয়াছি, কার অশ্রু মুছ'য়েছি,  
 কার ভাল করিয়াছি, আমার এ জীবনে ?  
 আমি যে আছি এ ভবে কে জেনেছে বল কবে,  
 কে জেনেছে প্রাণ মন, কে বুঝেছে মরমে ?  
 ভিখারীর মুখ দেখে রেখেছি বদন ঢেকে,  
 পাছে তারে মুক্তি অন্ন দিতে হয় চাছিলে—  
 পরের মঙ্গল সাধা, সে ত রে সুদূর কথা !  
 কার না করেছি দান অবসর পাইলে ?  
 ভুলে গেছি হিতাহিত, করিয়াছি কলকিত্ত  
 ছিল যে পবিত্র প্রাণ—রাধিনি তেমন রে—  
 নারিক তরঙ্গ আর—সম্পদ জীবন সার—

কোন শাখি'পরে জাগি কোন পাখি  
 স্রমধুব গানে গগন ভরিয়া,  
 তক'পরে বর্ত ছোট পাতা তুলি<sup>৬</sup>  
 ছেলে তুলে তারে ডাকিতে ছিল—

নেশ গগন অমৃত নহনে  
 অনাথের সনে অনাথনী পানে  
 চাহিয়া চাহিয়া কাদিয়া কাদিয়া  
 ডাড়া আসার কোলিতে ছিল—

হেথ'র হোথ'র কপাস ঝোঝার  
 লতা পাতা বোড বরি নানাকা  
 বেন কত হাস ভর দেখাহরা  
 প্রিয়া সনে রঙ্গ করিতে ছিল—

পট্ পট্ ধ্বনি কভু বন মাঝে,  
 শোঁৎ শোঁৎ শব্দ মাথার উপরে,  
 প্রিয়া সেই সেই মিছার আতঙ্কে  
 চমকি চমকি উঠিতে ছিল—

চলা সাধা নাই, কোমল চরণ—  
 সদা হর্ম্যতল প্রাক্ষণ ভূষণ,  
 কঠিন মাটিতে হাঁটিতে হাঁটিতে  
 পাড়িতে পাড়িতে উঠিতে ছিল—

কোনো প্রিয়ার প্রাকৃতিক বদনে—  
কামলতা ছাঁচে সরলতা ঢালা—  
স্থানি অধর নাড়িয়া নাড়িয়া  
মৃদু বচন সরিতে ছিল।

সে হেন সময়ে, সে হেন প্রান্তরে,  
কতই আমোদ প্রিয়াব অন্তরে—  
কত মাঝ মম কত আশা মনে  
গীবে ধীরে চিত্তে উদিত্তে ছিল।

কত পথে বসি কোলে বসাইয়া,  
কত হাসি হাসি তারে হাসাইয়া  
কতবার তার গলা জড়াইয়া  
অভাগা অন্তর জুড়িয়েছিল

\* \* \*

ভূগেব কুটীরে কাটি সুখে দুখে  
আত্মায় স্বজন কেহই ছিল না  
ভয়ও ছিল না, চিন্তাও ছিল না,  
আজিকার দশা ছিল না জ্ঞান—

বাহার, বিহারে, আমোদ, কোতুকে,  
উপকথা লয়ে হাসিয়া কাঁদিয়া  
প্রকৃতির মাঝে দুইজন যোরা  
পরস্পরে ছিল এক মনঃপ্রাণ—



যার দিন—যার যথা সবাকার—  
 এক রাতি তার আইল এমন,  
 শায়িত শয্যায় অঘোর নিদ্রার  
 উরসে উরস রাখিয়া তার—

চোর চোর শব্দ পশিল অবগে  
 চমকি উঠিয়া চকিতের প্রার  
 কীণ দীপালোকে চাহিয়া চৌদিকে  
 মিহার আতঙ্ক ভাবিলু মা—

তখন প্রিয়ার কম-কলেবর  
 ওলান ভক্তিমা ঘুমের ঘোরে,  
 তখন প্রিয়ার নয়ন, অধর,  
 আধ আধ আধ মুদিত করে,

তখন প্রিয়ার কপোলে কপোলে  
 মাঝে মাঝে আসি হাসিছে হাসি,  
 কাপারে অধর কাপারে কপোল  
 যেন হে স্বপ্নে খেলিছে আসি,

তখন প্রিয়ার বদন চন্দ্রিমা  
 মুদিত বিকাশে মধুরতর,  
 লঘু মেঘে ঢাকা শরতের চাঁদ  
 দেখিতে যেমন অঙ্গুরতর !

ভখন প্রিয়ার ছকুল খসিয়া  
 উবন ভাজিয়া পড়িয়াছিল,  
 এসন্ত কি সেথা ফুটায়ে কলিকা  
 গৌরবে বিরাজ করিতেছিল !

নিখর নহর উন্নত যুগল  
 সুবর্ণ শেখরে সুনীল ছটা  
 পূরণ আয়ত্ত পরস্পারে বেন  
 গরবে গরবে বাড়ারে ঘটা :

বাম উর তলে বুকের তিতরে  
 ধুকু ধুকু শ্রাণ করিতেছিল,  
 হোক ওকতার বুক করি তার  
 সোহাগে কত কহিতেছিল ।

কহিতে আছিল আপন ভাষায়  
 কার সাধ্য বুঝে ! তা কি বুঝা যায়  
 পরাণের কথা পরাণ(ই) জানে তা  
 তাই এ পরাণ বুঝিয়াছিল—

“নারীর পরাণ নিরেট পাহাণ  
 কেননা সত্তা তারেতে চাপা ?  
 তাই যদি হয় পুঙ্খ কদর  
 তার বিনা কেন হয় না কাঁপা ?

“কেন হে দেখনি কোমল লতার  
জনমিতে কতু পাবাণ থেকে ?  
কুম্মিত লতা কোমল শৈবালু  
ররেছে দেখ না পাবাণে ঢেকে,

‘ভূধর গরভে বিবিধ রতন  
অতল তাই ত গরজি মরে,  
নাহি দেয় যদি আসিয়া জলধি  
ক্রোধ করে তারে ডুবায় মরে,

“পুকষের চোখে অবিরত জল  
নারীর পরাণ করিতে চুরি.  
একটুতে সারা নিজে দেয় পরা  
পাশিলে তার অপূর্ব পুরী”

এমন সময়ে শিহরিয়া প্রিয়া  
আচম্বিতে উঠে রোদন করি,  
‘কেন কেন’ বলি খপ্‌করি তারে  
বুকেতে করিরা তুলিরা ধরি ।

ছুকছুক প্রাণ মম প্রাণে বাজে,  
কঠিন চাপি ‘সে ধরিল’ মোরে,  
কেলি দীর্ঘ শ্বাস, মেলিল ময়ন,  
সুটিল বচন কণেক পরে—

“হিনু আমি শুয়ে ভব কোলে নাথ,  
 রেখে কেন একা উঠিলে বল ?  
 অপম দেখে যে কেনে মরি আমি—  
 হেঁ-তা-তুমি-কেন- উঠিলে বল ?”

প্রেম আব্দার কার নাহি সছে  
 এই আবদারে পাগল হবে,  
 সেই আব্দার মরি মরি আর (৩)  
 কত কাল মনে জাগিরা হবে !

রাখ রাখ স্মৃতি পরি কণ্ঠে ভব—  
 রতন ভূষণে যতনে রেখো—  
 বিদা না ককন—প্রিয়ার বিরহে  
 মাঝে মাঝে ওরে তুলিয়া দেখো !

\* \* \*

আর একদিন ঋতুরাজ হবে  
 কুমুম কাননে বিরাজি ছিল,  
 ফুটাইয়া ফুল লুটিয়া সুরতি  
 মৃদুল মলয় বহিতে ছিল,

ঝাঁকে ঝাঁকে অলি ফুলে ফুলে ধসি  
 কাকুতি মিনতি করিতেছিল,  
 শাখি পরে পিক মধুর গাইয়া  
 জগতে বসন্ত ঘোষিতে ছিল ।

বিরহিনী বালা কঁাকেতে কলস  
 সরোবরে, ছায় ঘাইতোছিল  
 পতিঃ, বিরহে মরমের দাচে  
 আঁচনে নয়ন মুছিতেছিল,

প্রিয়া সে আমার বিরহ বিশ্বাস  
 তরুণে বসি কঁাদিতে ছিল,  
 একাকিনী ছেবে, তরঙ্গিনী, তীরে  
 কুলু কুলু রবে কহিতে ছিল—

দেখাইয়া তারে প্রেম বলে কারে  
 একাধারে গেল জীবন তার—  
 “জলবি উথলি আসে অগুরান  
 কহু কি শুধিতে প্রেমের ধার ?

“ছার ! পুরুষের মায়া কিছু নয়  
 শত ধারা ভায় বহিয়া থাকে,  
 লয় মন প্রাণ অবলার, ছায়,  
 ‘দেব দেব’ বলে আশয়ে রাখে” ।

সহিল না আর গালি দিয়া প্রিয়া  
 তাঁর পরিহরি আবাসে করি,  
 লিখেছিল পত্র—ছুই চারি ছত্র  
 • • এখন হৃদয়ে দেখে ছে চিরি—

“গঙ্গা সর্বনাশী বলে গেল মোরে

পুঙ্খ প্রণয় মরৌচিকার

খাশা হয় সার, কুল, মান, আর

রসগীর নাকি পহাণ বাস ?

নিদর পুঙ্খ, বলে সে অতাগী ?

তুমি ও আমার নিদর নও—

মন ভাঙা ভাঙ্গি ? গাধ তব পাশে

যদি তুমি নাথ বিদেশে রও”

\* \* \*

হার সে আশ্রয়, সে হেন কৈশোর,

কৌতুক সে নিশি কেন হল ভোর !

\* \* \*

মিশাইয়া প্রাণ ভাঙাভাঙ্গি করি

আধ আধ তার দুই দেহে বরি,

মানস নির্মিত সাধের আবাসে,

চৌদিকে বসন্ত, শরৎ আকাশে,

কাননে কুমুম সুরতি তরিয়া,

নির্মল জোহনা তাহাতে মিশিয়া,

বহিয়া মলয় মাঝে মাঝে তার

আমি সে সুরতি ছড়াইত গার,

কখন মধুর অমর বাঁধার,

শীকবর গীত মাঝে মাঝে তার,

নিবাসি কাননে তুলি বাহ্য জ্ঞান,  
 প্রণয় পৌষ কাবতাম পান,  
 পাইতাম সুখ তুলিতাম দুখ,  
 হেরে সে আমার আমি তার মুখ—

\* \* \* \*

কখন কাননে কুসুম তুলিয়ে  
 ঘরাতলে তার বিছানা বিছারে  
 করিয়া শয়ন চাহি উঠি পানে  
 ধরিলাম গীত দোহে এক তানে,  
 সমীর ফুটিয়া লুপিয়া লইত  
 পিঠে করি তার কতই নাচিত,  
 আগেতে রাখিয়া আপনার গায়  
 মাখাইত গিয়া পাতায় পাতায়,  
 পক্ষত শেখরে, গহ্বরে গহ্বরে,  
 আকাশে আকাশে বাজাইয়া তারে,  
 শশীর রজত কিরণ-ধোঁউত—  
 তরঙ্গিণী জলে লইয়া ফেলিত,  
 আবার তুলিতে চাহিত সে যাই  
 সলিল সহস্র কর তুলি তাই  
 চাহিত ধরিয়া রাখে সে তখনি,  
 কিন্তু শশধর উগরে অবনি

মুখা হ'ল বঁকা উৎপাদনে টানে,  
 উঠে ব'সিল সজ্জীভব মনে,  
 সমীর বিদগ্ধ আশাতে মাখাত,  
 পাতক ঘুরে তারা মাগে য মাখায়—  
 নাড়াহে মিলিল আকাশে তুলিয়া  
 মুষ্টিত সমীর আয়ত্রে পাইয়া,  
 শনি সজ্জীভ রাজত মনুষ্য,  
 শৃঙ্খল শৃঙ্খল যেন ধরি তার ঘুর,  
 গিরি গুহা তার পকমে তুলিয়া  
 শনিত করিত চিতেন পরিয়া,  
 ভরিত মেনিনী, ভরিত গগণ,  
 বনের বুধগী করিত শ্রবণ,  
 শনিত সাপিনী কণা ছুলাইয়া,  
 শনিত করিনী ছুলিয়া ছুলিয়া,  
 চকোবী নীরব মাখার উপরে,  
 ঝাঁঝিও নীরব বিবরে বিববে,  
 গগণে তারকা তারাও শনিত,  
 মাঝে মাঝে তারা খসিয়া পড়িত,  
 অবাক সে শশী চাহিয়া থাকিত,  
 তাই হেরি প্রিয়া কতই হাসিত !  
 শত শশী মিলি করিলে জোছনা  
 সে হাসির তবু হবেনা তুলনা;



জোছনার ফুল জোছনা সমান,  
 হেরিতাম তায় হারিতাম জ্ঞান.  
 তাবিতাম, কিন্তু—বিধির ছলনা—  
 আমার কপালে সে হেন ললনা  
 সে হেন মৌন্দরী, সে হেন হৃদয়,  
 সে হেন শীলতা, সে হেন প্রাণস্ব.  
 সে হেন স্মৃতি, সে হেন দৌর্য,  
 সে হেন সকলি মনের মতন !

\*

\*

\*

এক দিন তাই তাবিত্তে তাবিত্তে  
 ত্রিষাম নিশায় উদাসীন চিত্তে  
 উপবনে দ্বার পশিলাম গিয়া,  
 বহিল আসার দুই নেত্র দিয়া,  
 কাঁদিলাম কত ভেবে ভেবে তাই,  
 ভেবে ভেবে—পাছে তাহারে হারাই !  
 তখনি গগনে তারকা খসিল,  
 তখনি কোশিক কাঁদিয়া উঠিল,  
 তখনি হাঁচির শব্দ শুধুরে,  
 টিক্ টিক্ টিক্ মাথার উপরে,  
 তখনি বাঁচোখে পাতাও নড়িল,  
 তখনি মনেও অস্তিত্ব গাইল,

তখনি কে ঘেন কছিল আমিয়া—  
 বিকট দশন, বিকট হাসিয়া—  
 “বড় ঘণে তুমি রয়েছ এখন,  
 চির পরে সুখ হবেনা কখন”  
 ভাঙিতের বেগে, তাহার কণ্ঠস্বর,  
 ছুটিল শোণিত পা হতে মাথায়,  
 ঘর ঘর ঘর তনুও কাঁপিল,  
 চিন্ চিন্ চিন্ ধমনী বাজিল,  
 ছপ্ ছপ্ ছপ্ সুকের ভিতরে,  
 টং টং টং মজ্জার মাঝারে,  
 শুকাইল কণ্ঠ, শুকাল অধর,  
 দেহ অভ্যস্তরে কারাকঙ্কতব—  
 হায় হায় হায় রহিলাম স্থির  
 সহিলাম শান্তি শত পাতকীর !  
 নিশার স্বপন জাগ্রতে যেমতি—  
 মুহূর্তে সকলি বিলুপ্ত তেমতি ।  
 হইলে স্বপন বলিতে অসার  
 হ’ত সত্য কিন্তু কপালে আমার ।  
 কেমন যে ভয় রয়ে গেল মনে,  
 সে অবধি যদি থাকি প্রিয়া সনে—  
 হাসি, কথা কই প্রেম আলাপনে,  
 অমনি যে তাই পড়ে যায় মনে,

অবরের হাসি অধরে শুকরি,  
 কণ্ঠের যে কথা কণ্ঠে তা শুকায়,  
 নরনের জ্যোতি মরে দার কেহে,  
 কাঁহবার কথা ররে যায় মনে,  
 জলে ভোরে আসে দুই মক্ষু মেরে  
 ধত মত থাই চিত্তে চিত্ত চোর !

\* \* \*

আমার বে দুখ পরে কি বুঝিবে,  
 আমার মতন পরে কি কাঁদিবে ?  
 অন্তরে অন্তরে শিরায় শিরায়  
 দিবা বিচাঘরী দার যে জ্বালায় !  
 বিচ্ছেদের জ্বালা—আশা শীতালত  
 অভিমান জ্বালা—আদর বিসিক্ত,  
 অপমান দুখ, দারিদ্রের জ্বালা,  
 অথবা ব্যাধির, এ বেলা ও বেলা  
 সমের যে জ্বালা নিরাশায় সয়  
 আমার যে জ্বালা কাঁহবার নয় !  
 নহে তা বিচ্ছেদ, নহে অভিমান,  
 নহে দুখ, রাগ, নহে অপমান,  
 ব্যাধি ? তা (ও) নয়, শোকের—বালাই—  
 জ্বালা মাত্র পাছে প্রিয়াকে হারাই !

সমাপ্ত ।





